গাজায় যুদ্ধ বন্ধ না করলে বাইডেনকে ভোট দেবেন না মার্কিন মুসলিমরা

সারে-জমিন

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা, বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

রূপসী বাংলা

টাটাদের ক্ষতিপূরণের নির্দেশ মমতার জন্য কত বড় ধাক্কা?

সম্পাদকীয়

মাল্টায় যেভাবে মুসলিমদের আগমন ঘটেছিল

দাওয়াত

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২ নভেম্বর, ২০২৩
১৫ কার্তিক ১৪৩০
১৭ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

এবার নিউজিল্যান্ডকে সহজে উড়িয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা

খেলতে খেলতে

Vol.: 18 ■ Issue: 294 ■ Daily APONZONE ■ 2 November 2023 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

কেরল আর্থিক সংকটে, বাম সরকার জানাল হাইকোর্টকে

আপনজন ডেস্ক: কেরালার ক্ষমতাসীন বাম সরকার উচ্চ আদালতকে জানিয়েছে যে রাজ্যটি 'বিশাল আর্থিক সংকটের' মুখোমুখি হচ্ছে। কেরালা ট্রান্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেডের আমানতকারীকে ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত একটি মামলায় আদালতে পেশ করা হলফনামায় সরকার এই তথ্য জানিয়েছে। কেরল সরকার যুক্তি দেয়, রাজ্য এখন আর্থিক সীমাবদ্ধতার একটি পর্যায় অতিক্রম করছে। সরকারের কাছে উপলব্ধ আর্থিক সম্পদের মধ্যে যে কোনও আর্থিক সুবিধার অনুমতি দেওয়া উচিত। কেরলে আর্থিক জরুরী অবস্থার মধ্যে রয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হাইকোর্টের কাছে সরকারের এই বক্তব্য সমর্থন পায়নি। হলফনামায় বলা হয়েছে, কেটিডিএফসি এবং কেরালা স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন তাদের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য সম্পত্তি বন্ধক রাখতে পারে বা সম্পত্তির এক বা দুটি আইটেম বাইরের পক্ষ বা সরকারী সংস্থার কাছে বিক্রি করতে পারে। এই দুটি সংস্থার রাজ্যে প্রায় ১,০০০ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে।

ভিনধর্মীদের জমি কিনতে চাইলে গুজরাতে চাই ডিএমের অনুমতি

ডিস্টার্বড এরিয়াস অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে জমিয়তে উলামা

আপনজন ডেস্ক: গুজরাতের সাতটি জেলায় ডিস্টার্বড এরিয়াস অ্যাক্ট, ১৯৯১ এর সংশোধনী আইন কার্যকর করা হয়েছে। তা নিয়ে মূলত সংখ্যালঘুরা খুবই চিন্তিত। এই আইনের বিরুদ্ধে গুজরাট হাইকোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করেছেন জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দের গুজরাতের সাধারণ সম্পাদক নিসার আহমেদ আনসারি। এ বিষয়ে জমিয়তের অভিযোগ, গুজরাতে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিজেপি সরকার বলছে গুজরাতে কোনো দাঙ্গা বা শান্তি নেই। তাহলে কেন ডিস্টার্বড এরিয়া অ্যাক্ট এভাবে বলবৎ করা হচ্ছে, কেন এটি মানুষের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করছে এবং একে অপরের বাড়ি কেনার জন্য এত কঠিন করে তুলছে? এই আইন অনুযায়ী, কোনও মুসলমান যদি কোনও অমুসলিমদের বাড়ি কিনতে চায় বা কোনও অমুসলিম কোনও মুসলমানের বাড়ি কিনতে বা কোনও সম্পত্তি কিনতে চায়, তাহলে তাকে জেলা শাসকের অনুমতি নিতে হবে। সেক্ষেত্রে জেলা শাসক সাধারণত মুসলিমদের অনুমতি দেন না। আর মুসলিম প্রধান এলাকা ভাগ করে সেখানে এই আইনের অধীনস্ত এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যার কারণে পুরো এলাকা বিভক্ত হয়ে গেছে। আর আগামী প্রজন্ম জানতে পারবে না কিভাবে হিন্দু-মুসলিম একসাথে থাকত। মানুষের মধ্যে দূরত্ব ও দূরত্ব তৈরি করতে নতুন আইন

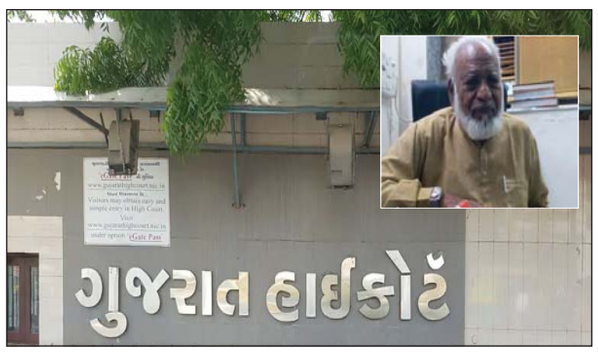

গুজরাত হাইকোর্ট। (ইনসেটে) জমিয়তের গুজরাত সম্পাদক নিসার

চালু করা হয়েছে। যেখানে জনগণকে ভাগ করা হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের ভিত্তিতে।

এই সংশোধনীর সাংবিধানিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে পিটিশনের জবাবে রাজ্যের রাজস্ব বিভাগ গুজরাত হাইকোর্টে একটি হলফনামা জমা দিয়েছে। হলফনামায় বলা হয়েছে, বিবাদীর পিটিশনে চ্যালেঞ্জের বিষয় বস্তু হিসাবে বিতর্কিত বিধানগুলিতে সংশোধনী আনার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। সরকারের প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি আবেদনকারীদের উত্থাপিত উদ্বেগগুলির সমাধান করতে পারে ও অভিযোগগুলি সম্ভাব্য অপ্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারে। আগামী ৫ ডিসেম্বর প্রধান বিচারপতি সুনীতা আগরওয়াল ও বিচারপতি অনিরুদ্ধ মায়ার ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। ২০১৯ সালে বিজেপি শাসিত গুজরাত সরকার অশান্ত অঞ্চল আইন সংশোধন করে, যা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের গুজরাত নিষিদ্ধকরণ এবং অশান্ত এলাকায় ভাড়াটেদের উচ্ছেদ থেকে সুরক্ষার বিধান আইন -১৯৯১ নামেও পরিচিত। আহমেদাবাদ এবং ভদোদরা সহ গুজরাতের সাম্প্রদায়িকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে প্রয়োগ করা এই আইনটি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। সংশোধিত আইনটিতে সম্পত্তি হস্তান্তরের সময় "মেরুকরণের সম্ভাবনা"রয়েছে। কারণ, এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের সম্পত্তি কিনতে চাইলে জেলা শাসকের অনুমোদন লাগবে। যদিও আইনটি জেলা শাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করার অনুমতি দেয়। আইনটিতে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার অশান্ত অঞ্চলে জনসংখ্যার পরিবর্তনগুলি তদারকি করার জন্য একটি "মনিটরিং এবং উপদেষ্টা কমিটি" গঠন করতে পারে। এই অঞ্চলগুলিতে অবৈধ সম্পত্তি অধিগ্রহণ রোধ করতে আইনটিতে তিন থেকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা বা সম্পত্তির মূল্যের ১০ শতাংশ, যেটি বেশি হয় তা জরিমানার বিধান করেছে। ২০২১ সালে জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দ এই সংশোধনীগুলিকে সংবিধানের ১৪, ১৯ এবং ২১ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন বলে মনে করেছিল। আবেদনটি গ্রহণ করে হাইকোর্ট গুজরাত সরকারকে অশান্ত অঞ্চল আইনের সংশোধিত ধারাগুলির অধীনে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি না করার নির্দেশ দেয়। পিটিশনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে সংশোধিত আইনটি তথাকথিত "সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির" উপর ভিত্তি করে ধর্ম, মূল্যবোধ বা পরিচয়ের ভিত্তিতে ভৌগলিক এলাকা নির্ধারণ করতে পারে। পিটিশনে আরও বলা হয়েছে যে এই আইনের অধীনে কোনও অঞ্চলকে অশান্ত হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য সরকার যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে তা অস্পষ্ট, অনিশ্চিত এবং সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্বের সাংবিধানিক নীতির পরিপন্থী। জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দের মতে, এই সংশোধনী আইন গুজরাতে মুসলিমদের আর প্রান্তিক করে তুলবে ও হিন্দুদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। গুজরাত সরকার অবশ্য একটি হলফনামা দাখিল করে কিছু সংশোধনী করা যেতে পারে বলে জানিয়েছে।

'ইমতিয়াজ-এ জামিয়া' সম্মানে ভূষিত হলেন শর্মিলা ঠাকুর

আপনজন ডেস্ক: দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রতিষ্ঠার ১০৩ বছর পূর্ণ করেছে। এই উপলক্ষে, জামিয়া পাঁচ দিনব্যাপী প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে, যেখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া তার অস্তিত্বের ১০৩ বছর পূর্ণ করার জন্য প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের সময় বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরকে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান 'ইমতিয়াজ-এ জামিয়া' প্রদান করেছে। রবিবার শর্মিলা ঠাকুরকে 'ইমতিয়াজ জামিয়া' প্রদানের আগে, তার সফরে একটি স্লাইড শো দেখানো হয়েছিল। সম্মাননা গ্রহণের পর শর্মিলা ঠাকুর দর্শকদের উদ্দেশে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানটি আমার জন্য খুবই আবেগঘন মুহূর্ত। জামিয়া তার একাডেমিক যাত্রার উচ্চতায় রয়েছে এবং র‍্যাঙ্কিংয়ে এত ভালো পারফর্ম করছে দেখে আমি খুবই আনন্দিত। আমি সকল কৃতিত্বের জন্য উপাচার্যকে অভিনন্দন জানাই। শর্মিলা জানান, আমার স্বামী পতৌদির পরিবার বিশ্ববিদ্যালয়কে জমি দান করেছিল, যেখানে একটি দুর্দান্ত ক্রীড়া কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে।

কেঁচো খুঁড়তে গেলে সাপ বেরোবে, মমতার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুকে!

আপনজন ডেস্ক: নাম করলেন না একবারো। তবু আক্রমণ শোনালেন একদা তার সহকর্মী বর্তমানে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং তার পিতৃদের শিশির অধিকারীকে। দিলেন তদন্তের হুঁশিয়ারিও। মঙ্গলবার পুজো শেষে নবান্নে আসার পর আজ বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। সেখানেই তার মুখে উঠে এসেছে রেশন দুর্নীতি থেকে শুরু করে একাধিক প্রসঙ্গ। বিরোধীরা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেফতারকে সামনে রেখে শাসক শিবিরকে আক্রমণ শাণিয়েছে। এই অবস্থায় পাল্টা আক্রমণের পথে গেলেন মমতা। নাম না করে বিরোধী দলনেতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন,আমি একটু ভাবছি। কারো কারো ষাটটা, সত্তরটা বড় বড় ট্রলার আছে। কত বেনামী বাড়ি আছে, কত পেট্রোল পাম্প আছে কত কোটি কোটি টাকা আছে তারা বড় বড় কথা বলে কি করে! আমরাও কাগজপত্র বের করছি। এতদিন করিনি। এখন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি জমি কাকে দেওয়া হচ্ছে এক বছরের মধ্যে ক্যাবিনেটে জানাতে হয়। আমরা কি দেখতে গিয়েছি, হলদিয়া ডেভেলপমেন্টে যারা ছিলেন তারা কোন ল্যান্ড কত টাকায় বিক্রি করেছেন। ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি বানিয়েছিলাম ভালো কাজ করার জন্য, কত জমি দিয়েছে! ৬০০ হোটেলই তো তৈরি হয়েছে। আমরা একবারও জানতে গিয়েছি! কেঁচো খুঁড়লে কিন্তু সাপ বেরোবে।

অন্যদিকে, ১০০ দিনের কাজের টাকা আদায়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রসঙ্গত প্রথম পর্বের আন্দোলনের গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি অভিযান পরবর্তীতে রাজভবনের সামনে ধরনা এরপর ১০০ দিনের পাওনা-সহ বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দিয়েছিলেন তিনি। বুধবার পরবর্তী পর্যায়ের আন্দোলনের কথা ঘোষণা করলেন মমতা।

এ বিষয়ে মমতা বললেন, ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন তিনি। তার মধ্যে ১০০ দিনের টাকা না এলে ১৬ নভেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে পরবর্তী আন্দোলনের ভবিষ্যত্ রূপরেখা তৈরি হবে।

হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরুর থেকে কম টাকায় নার্সিং পড়ার সুযোগ

ভর্তি চলছে

GNM
NURSING
(3 YRS)

শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য

আপনার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে বদ্ধ পরিকর বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

২০০ বেড সমৃদ্ধ আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

BUDGE BUDGE
INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত

অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

সায়েন্স, আর্টস, কমার্স যে কোনও শাখার ছাত্রদের জন্য সুযোগ

উচ্চমাধ্যমিকে ৪০ শতাংশ নম্বর পেলেই ভর্তির যোগ্য

মুহাম্মদ শাহ আলম চেয়ারম্যান ● ড. মোশারফ হোসেন ভাইস চেয়ারম্যান

যোগাযোগ

ডা. ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

চণ্ডীপুর মোড় ● বিড়লাপুর রোড ● বজবজ ● কলকাতা-৭০০১৩৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ২৯৪ সংখ্যা, ১৫ কার্তিক ১৪৩০, ১৭ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

চেষ্টা

প্রায় শত বৎসর পূর্বে কাজী নজরুল ইসলাম লিখিয়াছেন, ‘আসিতেছে শুভদিন,/ দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ!’ সেই শুভদিন আসা সহজ নহে, তবে তাহা একসময় আসিবে নিশ্চয়ই। গত অর্ধশতকে চারিদিকে বিভিন্ন অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার বৈভব বাড়িয়াছে; কিন্তু তাহার ভিতরেও উন্নয়নশীল বিশ্বের সাধারণ মানুষের মনে হতাশার চোরাস্রোত বহিয়া যাইতেছে। সমগ্র বিশ্বই এত অস্থিতিশীল ও অস্থির হইয়া উঠিতেছে যে, পৃথিবীবাসী যেন স্বস্তিময় জীবন হইতে ক্রমশ সরিয়া যাইতেছে বহু যোজন দূরে। যদিও কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, ‘সুখ’ ব্যাপারটা হইল ‘স্টেট অব মাইন্ড’। এই ক্ষেত্রে কোটি টাকার প্রশ্ন তোলা যায়–কতখানি সুখে রহিয়াছে বাংলাদেশের মানুষ? মহাভারতের একটি অংশ হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন ‘গান্ধারীর আবেদন’ কবিতা। সেইখানে এক জায়গায় যখন আত্মীয়দের হটাইয়া অখণ্ড রাজ্য অর্জন করিয়াছিলেন তখন তাহার পিতা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন–‘এখন কি হইয়াছ সুখী?’ দুর্যোধন তখন দম্ভ ভরিয়া এই উত্তর দেন–‘সুখ চাহি নাই মহারাজ!/ জয়, জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।’ অর্থাত্ সুখের দরকার নাই, জয় অর্জনই তাহার লক্ষ্য। সুতরাং বিশ্বের অনেকের নিকট দুর্যোধনের মতো জয়টাই মুখ্য, সুখ নহে। আর এইখানেই যত সংকট, যত নেতিবাচক অভিজ্ঞতা।

ইহা সত্য যে, এই পৃথিবীতে মঙ্গলের পাশাপাশি অমঙ্গল থাকিবেই। এই জন্য চৈনিক দার্শনিক কনফুশিয়াস বলিয়াছেন ধৈর্যের কথা। তিনি মনে করিতেন, ধৈর্যের অভাবের কারণে অনেক বড় বড় সম্ভাবনা ধ্বংস হইয়া যায়। বিখ্যাত ফারসি কবি জালালউদ্দিন রুমি মনে করিতেন–ধৈর্য মানে ভবিষ্যেক দেখতে পাওয়া। এই জন্য সর্বশক্তিমান স্রষ্টা যখন মানুষকে সীমাহীন কষ্ট, বালামুসিবত, বাধাবিপত্তির মধ্যে ফেলেন, তখন তিনি দেখিতে চাহেন–ঐ ব্যক্তি ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে সক্ষম কি না। যাহার মধ্যে ধৈর্য নাই, ধরিয়া লইতে হইবে তিনি একজন দুর্বল মনের মানুষ। একইভাবে, যাহার ধৈর্য নাই, তাহার মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং সাহসও নাই। অধৈর্য অস্থিরতা কত বড় ক্ষতি করিতে পারে, তাহার উদাহরণ দেওয়া যায় উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক গুলজারের দেশভাগসংক্রান্ত একটি গল্প হইতে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় একটি গরিব পাঞ্জাবি পরিবার সদ্যোজাত যমজ বাচ্চা লইয়া ভিড়ে ঠাসা ট্রেনের ছাদে উঠিয়াছেন। ভিড়ের চাপে বাবা-মা খেয়ালই করেন নাই কখন তাহাদের একটি বাচ্চা মারা গিয়াছে। ট্রেন তখন নদী পার হইতেছে, একজন বলিয়া উঠিলেন, সর্দারজি, মরা বাচ্চাকে আর কোলে রাখিয়া লাভ নাই, গুনাহ হইবে, নদীতে ভাসাইয়া দাও। দেশভাগ, দেশত্যাগ, বাচ্চার মৃত্যু–সর্দারজির তখন মাথার ঠিক নাই, তিনি বউয়ের কোল হইতে জোর করিয়া বাচ্চাটিকে টানিয়া লইয়া ছুড়িয়া দিলেন নদীর জলে। রাতের অন্ধকারে একটি বাচ্চার কান্নার কণ্ঠ শোনা গেল। পরক্ষণেই সর্দারজি সন্দিহান হইয়া বউয়ের কোলে হাত দিয়া দেখিলেন–তাহার বউ মরা বাচ্চাটিকে কোলে লইয়া কাঠ হইয়া বসিয়া আছেন। জীবিত বাচ্চাটি তখন নদীর গভীরে। অর্থাত্ তাড়াহুড়া করিতে গিয়া তিনি মৃত বাচ্চার পরিবর্তে জীবিত বাচ্চাটিকেই ট্রেনের জানালা দিয়া বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন!

আমরা অনেক ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করিতে গিয়া হীরা ফেলিয়া কাচ তুলিয়া লই হাতে। অমূল্য হীরা হারাই, আর যেই কাচ তুলিয়া লই, তাহাতে হাত কাটে। সুতরাং যাহা করিবার তাহা করিতে হইবে ঠান্ডা মাথায়। ইহার সহিত ভুলিয়া গেলে চলিবে না–একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আধাসামন্তবাদী সমাজ হইতে আমাদের উত্তরণ ঘটিয়াছে। কোনো অন্ধকারই রাতারাতি দূর হয় না। ইহাও দূর হইতে সময় লইবে। মহান সৃষ্টিকর্তা পবিত্র কুরআনের সুরা নাজম ৩৯ নম্বর আয়াতে বলিয়াছেন–‘মানুষ যাহা চেষ্টা করে, তাহাই সে পায়।’ সুতরাং আমাদের সঠিক কাজটি করিতে হইবে।

টাটাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ মমতার জন্য কত বড় ধাক্কা?

পশ্চিমবঙ্গের এক সময়ের বিরোধী নেত্রী, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষক বিক্ষোভের ফলে হুগলী জেলার সিঙ্গুরে একটি প্রায়-নির্মিত গাড়ি কারখানা ছেড়ে টাটা গোষ্ঠী চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল ২০০৮ সালে। ভারতের বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী টাটা মোটর্সকে এক হাজার কোটি টাকারও বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে নির্দেশ দিয়েছে একটি ট্রাইবুনাল, তা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের একাংশের মধ্যে। বিবিসির বিশ্লেষণ।

ভারতের বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী টাটা মোটর্সকে এক হাজার কোটি টাকারও বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে নির্দেশ দিয়েছে একটি ট্রাইবুনাল, তা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের একাংশের মধ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের এক সময়ের বিরোধী নেত্রী, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষক বিক্ষোভের ফলে হুগলী জেলার সিঙ্গুরে একটি প্রায়-নির্মিত গাড়ি কারখানা ছেড়ে টাটা গোষ্ঠী চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল ২০০৮ সালে। এত বছর পরে ওই গাড়ি কারখানা গড়তে না পারার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রায় ৭৬৬ কোটি টাকা, ট্রাইবুনালে মামলা চালানোর খরচ হিসাবে এক কোটি টাকা ও ২০১৬ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ১১ শতাংশ হারে সুদ, সব মিলিয়ে প্রায় ১৩৫০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে রাজ্য সরকারকে।

কত বড় ধাক্কা মমতা ব্যানার্জীর সরকারের জন্য?

পশ্চিমবঙ্গ অর্থ কমিশনের সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার বলছেন, “টাটারা যে চলে গিয়েছিল, তার কারণ যে আন্দোলন ছিল, সেখানে কিন্তু সাধারণ মানুষের সমর্থন ছিল। তা যদি না থাকত মমতা ব্যানার্জী তার কয়েক বছর পরে বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসতে পারতেন না।

“এর ফলে যে টাটারা যে শুধু চলে গিয়েছিল, তা তো নয়। এর একটা দীর্ঘমেয়াদী কুফল পড়েছে এখানকার শিল্পায়নের ওপরেই। এখানে নিশ্চিতভাবেই রাজনীতির জয় হয়েছে, মমতা ব্যানার্জীর রাজনীতি জয়ী হয়েছে।”

“উল্টোদিকে সিপিএমও তো রাজনীতি করত। তাদের হাতে তো প্রশাসন ছিল। তারা কেন পরিস্থিতিটা সামলাতে পারল না? তাদের রাজনীতি তো পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। তখনকার সরকার যারা চালাতো দায় তো তাদেরই,” বলছিলেন অভিরূপ সরকার।

রাজ্য সরকার বলছে তারা ট্রাইবুনালের রায় খতিয়ে দেখে আদালতে যাবে। তবে ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেস এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র বলছিলেন, “একটা কথা স্পষ্ট, সিঙ্গুরের জমিটা যে অবৈধভাবে নেওয়া হয়েছিল, তা তো সুপ্রিম কোর্ট বলেই দিয়েছে। কোনও নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করে নি বামফ্রন্ট সরকার।”

“এখন সর্বশেষ এই ট্রাইবুনালের রায় নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, আদালতে যাবে কী না, সেই ব্যাপারে সরকারই যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা নেবে, দল কিছু বলবে না এর মধ্যে।“

সিপিআইএম দলের সংসদ সদস্য ও প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের কথায়, “টাটাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল সরকারি শিল্পোন্নয়ন নিগমের সঙ্গে। বামফ্রন্ট সরকার পরিবর্তনের পরেও তো রাজ্য সরকারের উচিত ছিল সেই চুক্তি মেনে চলা।”

“ কিন্তু এরা তো উল্টো পথে হাঁটলেন, প্রকাশ্যে গাড়ি কারখানা ভেঙ্গে দেওয়া হল। তাই স্বাভাবিক পরিণতি ছিলই যে টাটা গোষ্ঠী আর্বিট্রেশন ট্রাইবুনালে যাবে। তারা আইনি পথে গেছে, আর ট্রাইবুনালের রায় যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ছিল।

“সরকার এখন বলছে তারা আপিল করবে, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তো আরও বাড়বে,” বলছিলেন. মি. ভট্টাচার্য।

মমতার জয় নাকি শিল্পায়নের হার?

শিল্প-বাণিজ্য বিশ্লেষকরা বলছেন টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের শিল্পোন্নয়ন নিগমের যে চুক্তি হয়েছিল, সেখানেই ‘আর্বিট্রেশন’ পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে কোনও এক পক্ষ চুক্তি থেকে বিচ্যুত হলে তা কোন পদ্ধতিতে মেটানো হবে।

সুপ্রিম কোর্ট যখন রায় দিয়েছিল যে সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণের পদ্ধতিটাই অবৈধ, তারপরেই আর্বিট্রেশন ট্রাইবুনালে যায় টাটা গোষ্ঠী।

ওই ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভি এস সারপুরকার। তিন সদস্যের ট্রাইবুনাল ঐকমত্যের ভিত্তিতে সোমবার রায় দেয় যে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমকে প্রায় ৭৬৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ, এক কোটি টাকা

এত বছর পরে ওই গাড়ি কারখানা গড়তে না পারার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রায় ৭৬৬ কোটি টাকা, ট্রাইবুনালে মামলা চালানোর খরচ হিসাবে এক কোটি টাকা ও ২০১৬ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ১১ শতাংশ হারে সুদ, সব মিলিয়ে প্রায় ১৩৫০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে রাজ্য সরকারকে।

মামলার খরচ আর ২০১৬ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ১১ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে টাটা গোষ্ঠীকে।

বিশ্লেষকরা ট্রাইবুনালের এই রায় নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। কেউ বলছেন টাটা গোষ্ঠী সিঙ্গুর ছেড়ে চলে যাওয়ায় মমতা ব্যানার্জীর রাজনীতির জয় হয়েছে, কিন্তু শিল্প সম্ভাবনা পরাজিত হয়েছে।

বিশ্লেষকদের কথায়, টাটাদের মতো গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে আর কোনও বড় বিনিয়োগ রাজ্যে আসে নি। কারখানার জমি ফেরত দেওয়া হয়েছে কৃষকদের, তবে এখনও অনেক জমিই চাষের যোগ্য নয় ছবির ক্যাপশান,

কারখানার জমি ফেরত দেওয়া হয়েছে কৃষকদের, তবে এখনও অনেক জমিই চাষের যোগ্য নয় জমি অধিগ্রহণ ‘অবৈধ’

এর আগে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছিল যে ২০০৭ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার যে পদ্ধতিতে টাটা কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণ করেছিল, সেই পদ্ধতিটাই অবৈধ ছিল।

সেই রায়ে এটাও বলা হয়েছিল যে কৃষকদের জমি চাষযোগ্য করে তা ফেরত দিতে হবে।

সরকারিভাবে অধিগৃহীত জমি ফেরত পেলেও তার একটা বড় অংশ এখনও চাষযোগ্য হয়ে ওঠে নি, সেখানে আগাছা আর ঝোপঝাড় গজিয়ে রয়েছে।

বিশ্লেষকদের একাংশ বলছেন যে বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর আন্দোলনের ফলে টাটা গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে গুজরাট চলে গিয়েছিল, এখন সেই মিজ ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন সরকারকেই তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সরকারি কোষাগার থেকে।

রাজ্য সরকার অবশ্য ট্রাইবুনালের আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে যাবে বলেই সরকারি সূত্রগুলি জানাচ্ছে।

টাটা গোষ্ঠী সিঙ্গুর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে বড় কোনও বিনিয়োগ আসে নি পশ্চিমবঙ্গে

ছবির ক্যাপশান,

টাটা গোষ্ঠী সিঙ্গুর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে বড় কোনও বিনিয়োগ আসে নি পশ্চিমবঙ্গে

যা বলছেন কৃষকরা

কলকাতা থেকে ঘণ্টাখানেকের দূরত্বে হুগলী জেলার সিঙ্গুরের প্রায় এক হাজার একর বহু ফসলি কৃষি জমি অধিগ্রহণ করে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার।

সেই সময়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চেষ্টা করছিলেন পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে।

টাটা গোষ্ঠীর প্রধান রতন টাটাকে অনেকটা ব্যক্তিগত উদ্যোগেই তিনি রাজী করিয়েছিলেন গাড়ি কারখানা তৈরি করতে।

ওই কারখানার জন্য প্রায় ছয়শো একর জমি আর আনুষঙ্গিক শিল্পের জন্য আরও প্রায় চারশো একর – মোট হাজার একর জমি নেওয়া হয়েছিল কলকাতা-দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ধারে।

সেখানকার কৃষকদের একটা বড় অংশ প্রথম থেকেই উর্বর জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করছিলেন। যে গোপালনগর এলাকার নারী-পুরুষ ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক পরেই এলাকা পরিদর্শনে যাওয়া টাটা গোষ্ঠীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের ঝাঁটা দেখিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন, তাদেরই অন্যতম ছিলেন অমিয় ধাড়া।

প্রায় ২৩ বছর পুরনো সেই দিনের কথা মনে করে মঙ্গলবার মি. ধাড়া বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, “আমরা তো জমি দিতে মোটেই রাজি ছিলাম না, জবরদখল করে, মারধর করে জমি নেওয়া হয়েছিল। জমিটা অবশ্য আমার নিজের নামে নয়, বাপ-কাকাদের নামের জমি ছিল। জমি আন্দোলনের প্রথম থেকেই আমরা ছিলাম। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই কাঠা দশেক জমি ফেরত পেয়েছি, চাষও করছি সেখানে। এখন ট্রাইবুনাল এই রায় দেওয়ায় সেটা আমরা মোটেই মেনে নিতে পারছি না।“

সরকারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার রায় বের হওয়ার পরে মঙ্গলবার মি. ধাড়া আর তার পাড়ার কিছু নারী-পুরুষ বিক্ষোভও দেখিয়েছেন।

উল্টোদিকে শিল্পের জন্য জমি দিতে এগিয়ে এসেছিলেন কৃষকদেরই একটা বড় অংশ। এদেরই একজন উদয়ন দাস।

তার কথায়, “আমরা যে জমি দিয়েছিলাম সেটা তো ভবিষ্যতের কথা ভেবেই, যে এখানে শিল্প হলে আমার ঘরের ছেলে সেখানে একটা কাজ পাবে, বুড়ো বাবা একটা দোকান করতে পারবে। কিন্তু সেই সোনা এখন ছাই, ছাই নিয়ে আমরা কী করব? প্রায় তৈরি হয়ে যাওয়া কারখানা ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়ে ফেলা হল। এই ট্রাইবুনাল যে রায় দিয়েছে, তাতে তো এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে টাটারা এখানে সত্যিই এই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছিল।

সৌ: বিবিসি বাংলা

জনাথন কুক

ইসরায়েলের মিথ্যাচার নতুন কিছু নয়

পশ্চিমা রাজনীতিক ও সংবাদমাধ্যম এমনভাবে কাজ করছে যেন তারা স্থায়ীভাবে ঠিক করেই নিয়েছে, ইসরায়েল যুদ্ধাপরাধ করলেও তারা তা অস্বীকার করে যাবে এবং ইসরায়েল যা কিছুই করুক না কেন, তারা তাদের সমর্থন দিয়ে যাবে। রুশ বিপ্লবের নেতা লেনিন বলেছিলেন, ‘বারবার বলা মিথ্যা একসময় সত্য হয়ে যায়’। মনে হচ্ছে, পশ্চিমের মিডিয়া সেই নীতিতেই হাঁটছে। ফিলিস্তিনিদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী যুগের পর যুগ অবলীলাক্রমে মিথ্যা বলে আসছে। আর সেটিই মহা উৎসাহে পশ্চিমা গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়ে আসছে। কয়েক দিন আগে তার সর্বশেষ নজির দেখা গেছে। গত মঙ্গলবার গাজার আল আহলি ব্যাপ্টিস্ট হাসপাতালে ইসরায়েল বোমা ফেলে রোগীসহ কয়েক শ মানুষ মেরে ফেলার পরও তার দায় এড়াতে ইসরায়েল মিথ্যা বলে যাচ্ছে। গাজার মুসলমানরা মনে করেছিল, অন্তত খ্রিষ্টানদের পরিচালিত এই হাসপাতালে বোমা হামলা হবে না। কিন্তু সেখানে ইসরায়েলের স্পষ্ট আক্রমণ হলেও তারা বলেছে, এই হামলা তারা করেনি, এটি নাকি ফিলিস্তিনি সংগঠন ইসলামিক জিহাদ করেছে। ইসরায়েলের এই মিথ্যা প্রচারকে সহজ করে দিচ্ছে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলো। দুই সপ্তাহের বেশি সময় আগে যখন ইসরায়েলে উচ্চমাত্রার বিস্ফোরকসমৃদ্ধ বোমা গাজায় ফেলতে শুরু করে তখন ইসরায়েলের নেতাদের বক্তব্যে এই হামলার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সে সময় ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী গাজার বাসিন্দাদের ‘নররূপী জানোয়ার’ আখ্যায়িত করে ‘সবকিছু নিশ্চিহ্ন’ করে ফেলার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আরেকজন নেতা গাজাকে ‘তাঁবুর শহরে’ পরিণত করে ফেলা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। আর ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজোগ গাজায় ইসরায়েলি হামলাকে হামাসের হামলার যোগ্য প্রত্যাঘ্যাত বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন, ‘আমরা তাদের মেরুদণ্ড ভেঙেইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের গাজার উত্তরাঞ্চলের অর্ধেকটা জায়গা খালি করে সরে যেতে বলেছে। ইতিমধ্যে গাজার ছয় লাখ ফিলিস্তিনি গৃহহীন হয়ে পড়েছে। গাজার হাসপাতালটিতে ইসরায়েল যে বোমা ফেলেছে, তার ভিডিও চিত্রে সব পরিষ্কার দেখা গেছে। কিন্তু দিবালোকের মতো সেই সত্যকে ইসরায়েল উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, এটি ইসলামিক জিহাদের কাজ। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, এই হাসপাতালে ‘সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি’ ছিল। অদ্ভুত বিষয় হলো, ইসরায়েলের এই দাবির সমর্থনে অনেক মিডিয়া এমন সব তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সংবাদ প্রচার করেছে যে অগণিত মানুষ এই হামলা ইসরায়েল চালিয়েছে কি না, তা নিয়ে ধন্দে পড়ে গেছে। ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা করাটা ইসরায়েলের পক্ষে নতুন কিছু নয়। এবার গাজার উপকূলবর্তী একটি স্থাপনায় ইসরায়েলি বোমায় শতাধিক শিশু নিহত হওয়ার পর ইসরায়েলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সেখানে হামাসের দপ্তর ছিল। তাদের হত্যা করতে গিয়ে ‘দুর্ঘটনাবশত’ শিশুরা নিহত হয়েছে। কিন্তু ইসরায়েলের এই কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তা কয়েকজন পশ্চিমা সাংবাদিকের কথায় স্পষ্ট হয়েছে। আসলে এ ধরনের মিথ্যাচার ইসরায়েল ঐতিহ্যগতভাবেই করে থাকে। ২০০৬ সালে লেবাননে হামলা চালানোর সময় ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করে তারা বহু বেসামরিক লোক মেরেছিল। সে সময় তারা ক্লাস্টার বোমা ব্যবহারের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল। ১৯৮২ সালে লেবাননের ফিলিস্তিনিদের শরণার্থীশিবির সাবরা ও শাতিলা ক্যাম্পে গণহত্যা চালানোর বিষয়ে তারা মিথ্যাচার করেছে। যেহেতু ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলের জন্ম হওয়ার আগে থেকেই মিথ্যা তাদের আচ্ছন্ন করে আছে, সে কারণে কেউ তাদের মিথ্যাচারে এখন আর অবাক হয় না।

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত

জনাথন কুক ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতবিষয়ক গবেষক ও লেখক

প্রথম নজর

আলজাজিরা সাংবাদিকের পরিবারের ১৯ সদস্যকে হত্যা করল ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। ভয়াবহ এই এক হামলাতেই পরিবারের ১৯ সদস্যকে হারিয়েছেন কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রকৌশলী। নিহতদের মধ্যে ওই আল জাজিরা কর্মীর বাবা ও দুই বোনও রয়েছেন। এছাড়া জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি ওই বিমান হামলায় অর্ধশতাধিক লোক নিহত হয়েছেন বলে অবরুদ্ধ এই অঞ্চলের একজন মেডিকেল কর্মকর্তা এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বুধবার (১ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় আল জাজিরা ব্যুরোর সম্প্রচার প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবু আল-কুমসান জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় তার বাবা এবং দুই বোনসহ পরিবারের ১৯ জন সদস্যকে হারিয়েছেন। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি বাহিনীর এই হামলাকে 'গণহত্যা' এবং 'ক্ষমার অযোগ্য কাজ' বলে নিন্দা জানিয়েছে আল জাজিরা।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'জঘন্য এবং নির্বিচারে ইসরায়েলি বোমা হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে আল জাজিরা। এতে আমাদের নিবেদিত এসএনজি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আবু আল-কুমসানের পরিবারের ১৯ সদস্য নিহত হয়েছেন।'
এতে আরও বলা হয়েছে, 'জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ক্ষমার অযোগ্য ইসরায়েলি এই হামলায় মোহাম্মদের বাবা, দুই বোন, আট ভাগ্নে এবং ভাতিজি, তার ভাই, তার ভাইয়ের স্ত্রী এবং তাদের চার সন্তান, তার ভগ্নিপতি এবং এক চাচা নিহত হয়েছেন।'
গাজার ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতালের পরিচালক ডা. আতেফ আল-কাহলুত আল জাজিরাকে বলেছেন, ইসরায়েলি এই হামলায় ৫০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়েছেন। তিনি বলেন, হাসপাতাল এখনও নিহতের মোট সংখ্যা জানাতে পারেনি কারণ এটি এখনও নিহতদের সংখ্যা গণনা করছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে ৫০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত এবং বহু মানুষ আহত হয়েছেন।

ইসরায়েলের হামলায় গাজায় নিহত বেড়ে ৮৬০০

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত তিন সপ্তাহে গড়িয়েছে। এখনো প্রতিদিন ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বোমা বর্ষণ করছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ সংঘাতে গাজায় নিহত বেড়ে ৮ হাজার ৬০০ জনে পৌঁছেছে। আহত হয়েছে ২৩ হাজারেরও বেশি। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে ফিলিস্তিনি সংবাদ সংস্থা ওয়াফা নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৪৮৫ জনে এবং পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৫ জনে। এছাড়া গাজায় আহতের সংখ্যা ২১ হাজারেও বেশি এবং পশ্চিম তীরে আহত ২ হাজার ৫০ জন।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিগত দুদিন ধরে ইসরায়েলি বিমানবাহিনী গাজার হাসপাতালগুলোর আশপাশে ক্রমাগত বোমা বর্ষণ করছে। এই অনবরত বোমা হামলায় হাসপাতালগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে উত্তর গাজার নাসের হাসপাতাল ও তুর্কি হাসপাতাল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কেবল হাসপাতাল নয়, ইসরায়েলি হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছে না আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর স্থাপনাও। ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্টের একটি গুদাম ইসরায়েলি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গাজায় যুদ্ধ বন্ধ না করলে বাইডেনকে ভোট দেবেন না মার্কিন মুসলিমরা

আপনজন ডেস্ক: গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য মার্কিন প্রশাসন কোনো উদ্যোগ না নিলে ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন মুসলিম আমেরিকান ভোটাররা। একই সঙ্গে বাইডেনের প্রচার শিবিরে অর্থ সহযোগিতা না দেওয়ারও আহ্বান জানানোর উদ্যোগ নিতে পারেন তারা। কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের মুসলিম আমেরিকান ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একাধিক অ্যাক্টিভিস্ট এমন কথা বলেছেন। সংবাদমাধ্যম রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে।
ন্যাশনাল মুসলিম ডেমোক্র্যাটিক কাউন্সিলে মিশিগান, ওহাইয়ো ও পেনসিলভানিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতারা রয়েছেন। এই অঙ্গরাজ্যগুলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ। কাউন্সিলটির পক্ষ থেকে বাইডেনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সময় মঙ্গলবার বিকাল ৫টার মধ্যে ইসরায়েলের ওপর মার্কিন প্রভাব কাজে লাগিয়ে একটি যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার জন্য।
জানা গেছে, ২০২৩ সিজফায়ার আলটিমেটাম' শিরোনামের এক খোলা চিঠি লিখেছেন মুসলিম নেতারা। সেখানে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যেসব প্রার্থী ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি আক্রমণে সমর্থন দেবেন, তাদের পক্ষে ভোট, সমর্থন, সহায়তা সব বন্ধ করে দিতে মুসলিম ভোটারদের মধ্যে প্রচার চালাবেন তারা।
গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে আরব ও মুসলিম আমেরিকানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হতাশা ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ এই খোলা চিঠি।
খোলা চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, বাইডেন প্রশাসনের নিঃশর্ত সমর্থন, বিপুল অনুদান ও অস্ত্রশস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং ভোটারদের বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। মিনেসোটার ফিলিস্তিনি আমেরিকান আইনপ্রণেতা রাশিদা লাইব সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ ৯০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সমর্থন দিতে বাইডেনকে আহ্বান জানিয়েছেন। ওই ভিডিওতে তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের গণহত্যা বন্ধ না করলে '২০২৪ সালে আমাদের ভোট পাওয়ার আশা রাখবেন না'।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০২৪ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে বাইডেনের জন্য মুসলিম ভোট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ২০২০ সালে মিশিগানের ১৬টি ইলেকটোরাল ভোট মাত্র ২.৬ শতাংশ ব্যবধানে জিতেছিলেন বাইডেন।
বুধবার মিনেসোটা সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে বাইডেনের। ওই রাজ্যের মুসলিম আমেরিকানরাও যুদ্ধবিরতি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে একই আলটিমেটাম দিয়েছেন। স্যাক্রামেন্টো ভ্যালি কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস-এর (সিএআইআর) মিনেসোটার নির্বাহী পরিচালক জায়লানি হুসেইন বলেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনে অন্যান্য রাজ্যের মুসলিম ভোটাররাও একই দাবি জানাবেন। হুসেইন বলেন, আমরা আশা করছি, উইসকিনসিন, ওহাইয়োসহ অন্যান্য রাজ্যও এ সপ্তাহে একই দাবি জানাবে। তিনি বলেন, যুদ্ধ থামাতে না বললে ২০২৪ সালে বাইডেনের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না তার। ২০২০ সালের নির্বাচনে ৭০ শতাংশ মুসলিম আমেরিকান বাইডেনকে ভোট দিয়েছিলেন।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, ইসরায়েলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ৩ হাজার ৫৪২ জন শিশু। নিহত নারীর সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। এখনো বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছে।

আরবদের ভূমি দখল করে গড়ে উঠা জায়নবাদী রাষ্ট্রের ধ্বংস কামনা করছি : ইহুদি ধর্মগুরু

আপনজন ডেস্ক: ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের ধ্বংস কামনা করলেন ইহুদি ধর্মগুরু ইসরাইল ডেভিড ওয়াইস। সোমবার গাজা গণহত্যার ব্যাপারে এই মন্তব্য করেন তিনি। ইহুদি ধর্মগুরু বলেন, জায়োনিস্টরা ইহুদি ধর্মের অনুসারী নয়। আরবদের ভূমি জবরদখল করে তারা জায়োনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। একজন প্রকৃত ধার্মিক ইহুদি হিসেবে আমরা প্রতিদিন জায়োনিস্ট রাষ্ট্র ইসরাইলের ধ্বংস কামনা করছি, যা প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই ফিলিস্তিনি ও প্রকৃত ইহুদিদের রক্ত ঝরিয়ে যাচ্ছে। আর দ্রুততম সময়ে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা কামনা করছি।
গাজ্জা গণহত্যা ও পশ্চিম তীরের দমনপীড়নে ফিলিস্তিনিদের দু:খ-বেদনায় ব্যথিত উল্লেখ করে জায়নবাদ বিরোধী এই ইহুদি ধর্মগুরু বলেন, আমরাও ফিলিস্তিনিদের সাথে কাঁদছি।
উল্লেখ্য, ইসরাইল ডেভিড ওয়াইস হলেন জায়োনিজম প্রতিষ্ঠার পূর্বে থেকে যে ইহুদি ধর্মের প্রচলন ছিলো তা অনুসরণ করে চলা একজন ইহুদি ধর্মগুরু। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, জায়োনিস্টরা ধর্মত্যাগী ইহুদি যারা বিশ্বে নিজেদের মতবাদকে ইহুদি ধর্ম বলে প্রচার করে বেড়ায়। অথচ তারা ইহুদি নয়। জায়োনিজমকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে ইহুদিধর্মকে ব্যবহার করছে মাত্র। তারা ফিলিস্তিন দখল করে অবৈধ জায়োনিস্ট রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা করেছে। যা ইহুদিধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক।

গাজায় ১৮ হাজার টন বোমা ফেলেছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীগোষ্ঠী হামাসের সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় ১৮ হাজার টন বোমা ফেলেছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমায় ফেলা বোমার তুলনায় প্রায় দেড় গুণ বেশি। গাজায় ইসরায়েলি বোমা ফেলার এই তথ্য জানিয়েছেন অবরুদ্ধ উপত্যকার কর্মকর্তারা।
গাজায় হামাস নিয়ন্ত্রিত সরকারি অফিসের গণমাধ্যমবিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা সালামা মারুফ বলেন, ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় ৮৫টি সরকারি ভবন ধ্বংস করেছে। পাশাপাশি গাজায় ৪৭টি মসজিদ একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এবং তিনটি গির্জার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে।
তিনি বলেন, ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজায় ২ লাখের বেশি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৩২ হাজার ৫০০ ভবন পুরোপুরি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গাজায় ২০৩টি স্কুলে হামলা চালিয়ে সেগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে ইসরায়েল। ৪৫টি স্কুল পুরোপুরি পাঠদানের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তবে ইসরায়েলের হামলা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির পুরো পরিসংখ্যান এখন পর্যন্ত তৈরি করা সম্ভব হয়নি।
জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী, ধর্মীয় স্থাপনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য বেসামরিক স্থাপনায় হামলা চালানো নিষিদ্ধ। কিন্তু ইসরায়েল বলেছে, হামাসের যোদ্ধারা এসব ভবনের ভেতরে অথবা আশপাশে আশ্রয় নিয়েছে। যে কারণে ইসরায়েলি বাহিনী এসব ভবনকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।
মারুফ বলেছেন, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজার ৯০৮টি পরিবারকে একেবারে মুছে দিয়েছে। অর্থাৎ ইসরায়েলি হামলার শিকার এই পরিবারগুলোর কোনও সদস্যই আর বেঁচে নেই।
গত ৭ অক্টোবর গাজার ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী হামাসের সাথে ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে উপত্যকায় নির্বিচার হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েলি বাহিনী। তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলমান এই হামরায় ফিলিস্তিনিদের প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে ৮ হাজার ৫২৫ জনে পৌঁছেছে। গাজার হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, ইসরায়েলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনিদের অর্ধেকেরও বেশি শিশু ও নারী।
চলমান এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ৫৪২ শিশু ও ২ হাজার ১৮৭ নারী নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আহত হয়েছেন আরও ২১ হাজার ৫৪৩ ফিলিস্তিনি। আর হামাসের হামলায় ইসরায়েলিদের প্রাণহানির সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়িয়ে গেছে। নিহতদের মধ্যে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর ৩২৬ সৈন্য রয়েছে।

'আব্রাহাম চুক্তি' বহাল রাখার ঘোষণা আমিরাতের

আপনজন ডেস্ক: সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের পক্ষ থেকে ইসরাইলকে দেয়া স্বীকৃতি চুক্তি 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস'কে বহাল রাখার কথা জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।
মঙ্গলবার ইউনাইটেড আরব আমিরাত ফেডারেল ন্যাশনাল কাউন্সিলের প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান ড. আলী রশিদ আল নুয়াইমি এ কথা জানিয়েছেন। দ্য ইউরোপিয়ান জেইউশ প্রেস এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নুয়াইমি বলেন যে 'ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ শুরু হলেই অনেকে আমাদের কাছে ছুটে আসেন। তারা জিজ্ঞেস করেন, আব্রাহাম অ্যাকর্ডস নিয়ে এখন আপনাদের ভাবনা কী? ওই চুক্তি থেকে কি আপনারা ফিরে আসবেন? তখন আমরা তাদের বলি, আব্রাহাম অ্যাকর্ডস আমাদের ভবিষ্যত। এটি শুধুই দুই সরকারের মধ্যকার একটি চুক্তি নয়। বরং এর দ্বারা এই অঞ্চলে নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির দ্বার উন্মোচিত হবে।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদের বাইরে গুলি

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায় আপার ডার্বি মসজিদের বাইরে গাড়ি পার্কিংয়ের সময় বন্দুকধারীর হামলায় এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম মাহবুব রহমান (৬৫)। রোববার গাড়ি ছিনতাইকারীর হাতে তিনি গুলিবিদ্ধ হন।
মসজিদের মুসল্লিরা সিবিএস ফিলাডেলফিয়াকে জানিয়েছেন, ২০১ দক্ষিণ, ৬৯তম স্ট্রিটে অবস্থিত আপার ডার্বি ইসলামিক সেন্টার ওরফে মসজিদ আল মদিনার পিছনের পার্কিং লটে গুলি চালানো হয়। ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক।
নিহত মাহবুব রহমান দীর্ঘদিন ধরে ফিলাডেলফিয়ার বাসিন্দা। তিনি হোমসবার্গের রিভারসাইড সংশোধনী সুবিধার একজন সংশোধন কর্মকর্তাও ছিলেন বলে জানিয়েছে সিবিএস নিউজ।
স্থানীয় জেলা পরিষদ ৩৩-এর সভাপতি ডেভিড রবিনসন বলেন, 'শান্তশিষ্ট, মহান একজন ব্যক্তি। তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। তিনিও কোন বিষয়ে কখনো অভিযোগ করেননি। অথচ কি ভাগ্য, এমন একজনের সঙ্গেই দুর্ঘটনাটি ঘটলো।'
আপার ডার্বি পুলিশ মামলায় আগ্রহী একজন ব্যক্তির সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করেছে। গোয়েন্দারা এই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পরনের পোশাক দেখে দ্রুত সনাক্ত করতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, কেউ একজন গুলি চালানোর শব্দ শুনে রোববার সন্ধ্যায় ৯১১ নম্বরে ফোন করেছিল। প্রাথমিক তদন্তের পর, পুলিশ মসজিদ থেকে রাস্তার ওপারে ওয়েন্ডির প্রতিক্রিয়া জানায় এবং অপরাধের প্রকৃত দৃশ্যটি সনাক্ত করতে দেরি হয়। অবশেষে যখন তারা গুলি চালানোর জায়গাটি খুঁজে বের করে, তখন পুলিশ দেখতে পায় মাহবুব রহমানের বুকে গুলির ক্ষত রয়েছে। ঘটনাস্থলেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
গোয়েন্দাদের ধারণা, তিনি গাড়ি ছিনতাইয়ের শিকার। ঘটনার দিন তিনি এশার নামাজ পড়তে এসেছিলেন।'
আপার ডার্বি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সুপারিনটেনডেন্ট টিমোথি বার্নহার্ড বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এর জন্য দায়ী সে একজন কাপুরুষ, প্রতিটি সম্ভাব্য শব্দে একজন কাপুরুষ যাকে আপনি কাপুরুষ বলে বর্ণনা করতে পারেন। রহমানকে গুলি না করেই সে গাড়ি ছিনতাই করে পালিয়ে যেতে পারত, কিন্তু সে তা করেনি। তাকে হত্যা করে পালিয়েছে সে।'

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৯ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৪ মি.

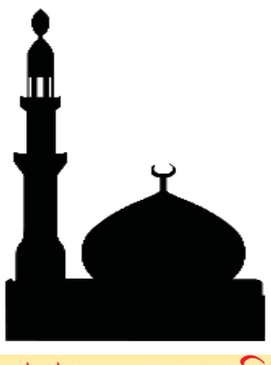

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৯	৫.৪২
যোহর	১১.২৫	
আসর	৩.২৩	
মাগরিব	৫.০৪	
এশা	৬.১৫	
তাহাজ্জুদ	১০.৪২	

গাজা যেন শিশুদের কবরস্থান: ইউনিসেফ

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ) অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে বলেছে, গাজায় হাজার হাজার নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া সহিংসতা ও খাবার পানির সংকটের কারণে আরো বহু শিশুর জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
মঙ্গলবার ইউনিসেফের মুখপাত্র জেমস এল্ডার জেনেভায় সাংবাদিকদের বলেন, গাজা উপত্যকা হাজার হাজার শিশুর জন্য একটি কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। এটি অন্য সবার জন্য একটি জীবন্ত জাহান্নাম।
তিনি বলেন, ফিলিস্তিনের এই অবরুদ্ধ উপত্যকায় এরইমধ্যে ৩ হাজার ৪৫০ জনের বেশি শিশুকে হত্যা করা হয়েছে এবং মৃতের সংখ্যা প্রতিদিন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামাসের বড় ধরনের অভিযানে অন্তত ১,৪০০ ব্যক্তি নিহত হয়। এরপর ওই দিন থেকেই গাজা উপত্যকার ওপর ভয়াবহ বোমাবর্ষণ শুরু করে মানবতার শত্রু ইসরায়েল যা এখনো চলছে। দখলদার সেনাদের নিরবচ্ছিন্ন পৈশাচিক হামলায় গাজায় নিহত ফিলিস্তির সংখ্যা সাড়ে ৮ হাজার ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছেন আরো ২০ হাজারের বেশি আদম সন্তান। ইউনিসেফের মুখপাত্র জেমস এল্ডার আরো বলেন, খাবার পানির সংকট এখন গাজার শিশুদেরকে বোমা কিংবা মর্টারের চেয়ে বেশি ঝুকির মধ্যে ফেলেছে।

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল বলিভিয়া

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ বলিভিয়া। মঙ্গলবার দেশটি এই ঘোষণা দিয়েছে।
এদিকে ইসরায়েলে নিয়োগ করা নিজেদের রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার আরো দুই দেশ চিলি এবং কলম্বিয়া।
এসব দেশ ফিলিস্তিনে ও গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচারে সামরিক অভিযানের তীব্র সমালোচনা করেছে।

ইসরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধে মুসলিমবিশ্বের প্রতি আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বুধবার মুসলিম দেশগুলোকে তেল রপ্তানিসহ ইসরায়েলের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। ইসরায়েলে হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর থেকে গাজায় অবিরাম বোমাবর্ষণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে তিনি এ আহ্বান জানান।
ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের মতে, ৭ অক্টোবর হামাস যোদ্ধারা সীমান্ত পেরিয়ে হামলা চালালে এক হাজার ৪০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়। এর পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, ইসরায়েলি বোমা হামলায় সাড়ে আট হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের দুই-তৃতীয়াংশ নারী ও শিশু। তেহরানে শিক্ষার্থীদের এক সমাবেশে খামেনি বলেন, 'ইসলামী সরকারগুলোকে অবশ্যই দ্রুত অপরাধ বন্ধ করার জন্য জোর দিতে হবে। মুসলিম দেশগুলোর উচিত নয় ইহুদিবাদী শাসকদের (ইসরায়েল) সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করা।' পাশাপাশি তিনি 'তেল ও খাদ্য রপ্তানি বন্ধ করার' আহ্বান জানান। এ ছাড়াও খামেনি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের নাম নিয়ে 'ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো' পশ্চিমা সরকারগুলোর নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মুসলিমবিশ্বকে ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে কারা গাজার জনগণের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

ভরসা একমাত্র আল্লাহ্
সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন (বালক)
মদিনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান
পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শ্রেণী ও বিজ্ঞান মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ও জিডি সার্কেলভুক্ত
মূল অনুপ্রেরক-
পিছিয়ে পড়া সমাজের সরল-মনি দানবীর, বাংলার গৌরব আলহাজ্ব মোহাম্মদ হোসেন সাহেব ও তাঁর মহিষী প্রদত্ত
মুসলিম সমাজের গর্ব আলহাজ্ব নুরুল হক (আই.এ.এস) সাহেবের সুযোগ্য নেতৃত্বে সোনার মনিটারিং কমিটি।
অফিসঃ 6294233308/ 7478196702 / 9475244994
আলহাজ্ব মোহাম্মদ হোসেন সাহেব
আলহাজ্ব নুরুল হক সাহেব
—: মনের কথা :-
আপনার ভালোবাসার সন্তান ও আত্মীয়কে যদি প্রকৃতই ইসলামী ভাবধারায় উচ্চশিক্ষিত, দায়িত্বশীল নাগরিক ও দু' জাহানেরই গর্বের সন্তান তৈরি করতে চান, তবে অবশ্যই আমার মিশন পরিবারে দিতে অনুরোধ জানাই।
আমাদের বৈশিষ্ট্য :- ৪০ বৎসরের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সভাপতি ও প্রকৃত মানব ও সমাজদরদী আদর্শ শিক্ষক দ্বীনের অন্তঃ প্রহরী আমার সম্পাদক - এই দুই সদাহাস্যময় ব্যক্তিত্বের প্রচ্ছাহ নজরদারিতে এবং প্রকৃতই ভালোমানের ও ভালো মনের একঝাঁক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের নজরদারিতে আবির্ভাবেই এ প্রতিষ্ঠান সারা জাগিয়েছে। শুধু গণিত, ইংরেজি নয়— সর্ব বিষয়ে নজরদারি। কুরআন শেখা, তালিম, হাদীস ও শরিয়তের অনুশীলন, নামাজ— ঐচ্ছিক নয়, অর্ঙ্গীকার। প্রতি ৩০ জনে ১ জন আবাসিক শিক্ষক (বর্তমানে ১২ জন— সারা দেশে একমাত্র আবাসিক)। ছোট ছোট গ্রুপ ক্লেণিং। প্রতি শনিবার বাস মফস্বল হাঁকে সামনে নিয়ে বৈশিক চরিত্র গঠনে ৪৫ কি: হলদারাহী বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সাহেব। অ্যাডমিশন ফিস ও সীট চার্জ একবার, সেশন চার্জ বছরে ১ বার, খাওয়া পড়ার মাসে ১ বার এর বাইরে এক পয়সাও নয়। -
স্বপ্ন নয়, গল্প নয়- বিজ্ঞাপনের চমক-ও নয়। ৬০ শতাংশের বেশি ছাত্র দরিদ্র পরিবারের ও নামমাত্র খরচায় পড়াশুনা করা তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিভাগের নিম্ন ও কিছু মধ্য মেধার ছাত্র নিয়ে এ অভাবনীয় ফল। মিশনের ভালো মানের ও ভালো মনের শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস মেহনতেরই প্রামাণ্য দলিল। মিশন সাম্রাজ্যের এই প্রতিষ্ঠানই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা ভারতবর্ষের বাইরে আন্তর্জাতিক স্তরে খেলাধূলাতেও (মালয়েশিয়া ও ভুটানে) জাতীয় পতাকা হাতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেও কাপ জিতেছে।
ফর্ম পাওয়া যাচ্ছেঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ হইতে
মিশন অ্যাডমিশন টেস্টঃ ১২ই নভেম্বর, ২০২৩, রবিবার, বেলা ১২ টায়
ফলাফলঃ ১৯শে নভেম্বর, ২০২৩ (মিশন অফিসে)
ফর্ম পাওয়া যাবেঃ-
- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান , মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০, ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
- মায়া আটাচাকী – রসিকপুর, বর্ধমান। ৯৬৩৪৪৭৩৭৪৪
- ওয়েলেল কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার- কৃষ্ণগঞ্জ, হুগলী, আকতার আলী খান – ৯৯৩২০৬৬১২৯
- সোলাইমানী দাওয়া ও গোওয়া (মুক্তি মোক্তার সাহেব) – রসুলপুর স্কুল রোড(চন্দনার দোকানের উপরে)
- খান সু হাউস – নজরুলগ্রাম, ভিক্টুরডিহি, বীরভূম। এনামুল হক খান, মোঃ- ৯৩৭৮৪৮৮৫৫৭
- সুপার মিক্স স্টোর্স – মসজিদ মার্কেট, কাটোয়া। মহঃ মনোয়ার হোসেন – ৮৯১৮২৫৩১৯৫
- দীপ ওয়ার্ল্ড লিংক – সালার (পুরাতন বাসস্ট্যান্ড) ,মুর্শিদাবাদ, মোঃ- ৯৭৯২৯৭২২২২/ ৭৭৯৭৫৮৮৪১৮
পরীক্ষাকেন্দ্রঃ-
- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান , মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০ ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
- ইকরা মিশন – মোঃ ৬২৯৫১৯৪৫৩৬, কটোগড়িয়া, লোহাপুর, বীরভূ

প্রথম নজর

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ কমিশনের

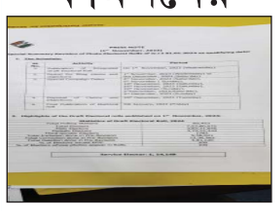

আপনজন ডেস্ক: বুধবার প্রকাশিত হল খসড়া ভোটার তালিকা। ভোটার বাড়ল ১,৭৭,৬৯৫ জন। ভোটার সংযোজন হয়েছে ৫,৫৮,৮২১ জন। ভোটার বাদ পড়েছেন ৩,৮১,১২৬ জন । মঙ্গলবার সর্বদল বৈঠকের পর বুধবার ভোটার খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়। নতুন খসড়া তালিকায় ভোটার সংশোধন প্রক্রিয়া চলবে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শেষ হবার পর আগামী বছর ৫ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে খসড়া তালিকায় ভোটার বাড়লো ১ লক্ষ ৭৭হাজার ৬৯৫ জন। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের সর্বদল বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম , আম আদমি পার্টি ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকে প্রতিটি রাজনৈতিক দল ত্রুটি হীন ভোটার তালিকা প্রকাশ করার ওপরে সওয়াল করে।

উপাচার্যের বিরুদ্ধে সরব প্রাক্তন বিধায়ক

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর
আপনজন: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অবমাননা করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে শান্তিনিকেতন হস্তশিল্প মার্কেটের সামনে। বিক্ষোভ কর্মসূচি ও ধর্নামঞ্চের আজ ছিল ষষ্ঠ দিন। নানুরে প্রাক্তন বিধায়ক বলেন এক সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে বল হরি হরিবোল বলে দিল্লিতে পাঠাবো আপনার সময় কিন্তু শেষ। গদাধর বলেন, আপনার কাছে অনুরোধ করব আমরা বোলপুরেও বীরভূমে মানুষ হিসাবে আপনি যেভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করেছেন। তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামটা যে জায়গা থাকার কথা সে জায়গায় আপনি দেননি। তার পরিবর্তে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী তার নিজের নাম দিয়েছেন । তাই যাবার আগে আপনার নামটা মুছে দিয়ে যান কিংবা ওই ফলকটি তুলে দিয়ে যান। তার পর আপনি রাতের অন্ধকারে বা কোন দিকে পালাবেন সেটা আপনার ব্যাপার।

সিলিন্ডার ফেটে পুড়ল দোকান

সারিউল ইসলাম ● লালবাগ
আপনজন: গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ করে দুটি টিভিসহ একটি চায়ের দোকান ভস্মীভূত হল কুচগিরিয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ভগবানগোলা থানার মহিষাস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুচগিরিয়া এলাকায় বুধবার দুপুরে একটি চায়ের দোকানে গ্যাস সিলিন্ডারের গোড়া থেকে গ্যাস লিক করে এবং কিছুক্ষনেই তা বিস্ফোরণ হয়। দুটি টিভিসহ পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় সেই চায়ের দোকান। পারুলা বেওয়া নামের এক বিধবা মহিলা ওই চায়ের দোকান চালাতেন, টাকা পয়সা সহ বেশকিছু পুড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছায় মহিশাস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাব্বির আহম্মেদ। তিনি প্রশাসনিকভাবে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা, বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট
আপনজন: নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি মানছি না মানবো না। এই দাবি নিয়ে বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাল এলাকাবাসীরা। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ এলাকার ঘটনা। হেমনগর থেকে দুলদুলি পর্যন্ত পিডব্লুডির এই রাস্তা ১ থেকে ২ মাস ধরে কাজ চলছে। সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে রাস্তা তৈরিতে নিম্ন মানের সামগ্রী দিচ্ছে। তারপরে সাধারণ মানুষ জড়ো হয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করা শুরু করে। সাধারণ মানুষের কন্টাকটার এর কাছে সিডউল চাই। কন্টাকটার দেখাতে অস্বীকার করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দা জগদীশ মন্ডল বলেন, "রাস্তায় খারাপ বালি এবং পাথর দিয়ে তৈরি করছে কন্টাকটার। আমরা সিডউল দেখতে গেলে কন্টাকটার দেখাতে রাজি হন না। আমার বাধ্য হয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের দাবি মেনে উন্নতমানের পাথর দিয়ে রাস্তা তৈরি না হচ্ছে ততক্ষণ অবরোধ চলবে।" রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন হেমনগর কোস্টাল থানার পুলিশ। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের দাবি মেনে কাজ করার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ ও অবরোধ উঠে যায়।

সময় মতো স্কুলে আসেন না শিক্ষিকারা, ক্ষোভ অভিভাবকদের

দেবাশীষ পাল ● মালদা
আপনজন: সময় মতো স্কুলে আসেন না শিক্ষিকারা ক্ষুব্ধ অভিভাবক মহল। একদিন দুদিন নয় এই ঘটনা প্রায় প্রতিদিনের। সময় মত হয় না ক্লাস । হয়না পেয়ার। এইভাবে স্কুল চললে স্কুল বন্ধ করে দেয়া উচিত দাবি অভিভাবকদের। আজ দেরিতে আসার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। ঘটনাটি মালদার ইংরেজবাজার শহরের মালদা গার্লস জুনিয়র বেসিক স্কুল। ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ জেলা স্কুল পরিদর্শকের।
বুধবার স্কুলের সময় মত শিক্ষিকাদের দেখা মেলেনি। যদিও সময় মতো স্কুলের ছাত্রীরা চলে এসেছে শিক্ষিকাদের আগেই। স্কুলের সময় মত প্রার্থনার সময় স্কুলের ছাত্রীরা রীতিমতো নিজেরাই লাইনে দাঁড়িয়ে তখন শিক্ষিকা নেই। কার্যত পেয়ার দেরিতে শুরু হয়েছে কার্যত স্বীকার করেছেন স্কুলের শিক্ষিকা।স্কুলের শিক্ষিকা প্রজ্ঞা সেট তিনি নিজে স্বীকার করেন আজকে স্কুলে পেয়ার দেরি করেছে শুরু হয়েছে। তবে তিনি যখন স্কুলে এসেছেন ১০.৫৮ মিনিটে প্লেয়ার শুরু হয়েছে। রীতিমতো ছাত্রীদের পড়াশোনা ক্লাসে হয়। রাস্তায় জ্যামের অজুহাত দেখাচ্ছেন শিক্ষিকারা। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বুলি সরকার ১১.০৭ মিনিটে স্কুলে ঢুকলে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান তার শরীর খারাপ। এর পাশাপাশি মিড ডে মিলের সবজি বাজারে গেছিল কিনতে তাই দেরি হয়েছে। তবে অন্যান্য শিক্ষিকারা দেরি করে কেন এসেছে সে বিষয় তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। মালদা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সাংসদদের স্কুল পরিদর্শক সত্যজিৎ মন্ডল জানান বিষয়টি ইতিমধ্যেই তদন্ত করে দেখা হবে।

ইমাম সংগঠনের দোয়া ও আলোচনা সভা

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল
আপনজন: বুধবার সকাল দশটায় অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চারিটাবল ট্রাষ্ট জঙ্গিপুর মহকুমা কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হল জঙ্গিপুর লজ সভাকক্ষে। জঙ্গিপুর মহকুমা কমিটি গঠন করা হল। সভাপতি হলেন মাওলানা মেহবুব আলম, যুগ্ম সম্পাদক মাওলানা অনিকুল ইসলাম ও মাওলানা আহমদ রেজা। সভায় ফিলিস্তিনি মজলুম মুসলমানদের জন্য বিশেষ দুয়া করা হয়। সভা শেষে ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী পদযাত্রা করা হয়। ইমামদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে হালাল ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত করা, ইমাম মুয়াজ্জিন হেল্প লাইন চালু করা সহ ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণে একগুচ্ছ পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা চেয়ারম্যান মাইনুল ইসলাম, সম্পাদক নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, কার্যকরী সভাপতি আতিকুর রহমান, খায়রুল বাশার, হাবিবুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, আকবর আলী।

মমতার ভুল চিকিৎসা, কাঠগড়ায় এসএসকেএম হাসপাতাল!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা
আপনজন: রাজ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ সুচিকিৎসার জন্য সেখানেই ছুটে আসেন। কিন্তু এবার সেই হাসপাতালের বিরুদ্ধেই "ভুল চিকিৎসা"র অভিযোগ আনলেন সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত স্পেন সফরে গিয়ে দ্বিতীয়বার পায়ে চোট পান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে অবশ্য চোট পেলেও তা নিয়ে সরকারের কাজ চালিয়ে যান তিনি। ফিরে এসে এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসা করান। পরবর্তীতে সময়ে তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে কৃষকেরা গৃহবন্দী থেকে চিকিৎসার পরামর্শ দেয়। এই অবস্থায় তেই গৃহবন্দী থেকে সরকারের কাজ চালিয়ে যান তিনি। একই সঙ্গে চলে চিকিৎসাও। আজ অর্থাৎ বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেই শোনা গেল "ভুল চিকিৎসার জন্য তার ইনফেকশন সেপটিকের দিকে চলে গিয়েছিল"। মমতা বলেন, "কেউ কেউ লিখেছেন ৫৫ দিন বাদে

আমি নবান্নে এসেছি। দেখুন তো ভারতবর্ষের কটা মুখ্যমন্ত্রী অফিসে যান। বাড়ি থেকে কাজ করেন কতজন? বাড়িতেই তারা তার অফিস বানিয়ে নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে থাকেন সেটাই তার অফিস হয়। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মমতা বলেছেন মানুষের কাছে তার সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়া হচ্ছে। এরপরই চিকিৎসার প্রসঙ্গ চিকিৎসার প্রসঙ্গ টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বলা যেতে পারে ১০-১২ দিন আমার আইভি চলেছে। আমার ইনফেকশনটা সেপটিক টাইপের হয়ে গিয়েছিল ভুল চিকিৎসার জন্য। যেভাবে স্যালাইন দেওয়া হয় সেভাবে চ্যানেল করা ছিল আমার হাতে ৭ দিন। বিছানা থেকে আমি উঠতে পারিনি সেই অবস্থাতেও প্রতিদিন কাগজ গেছে। রোজ মুখ্য সচিব স্বরাষ্ট্র সচিব ডিজির সঙ্গে কথা হয়েছে। পুজোর কদিন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আমি পাহারা দিয়েছি। আমি জানি আমার সবটাই খারাপ। প্রসঙ্গত এদিন উন্মাপ্রকাশের মধ্যেই ভুল চিকিৎসার প্রসঙ্গ তুলে দেন মমতা। নিজে আলাদা করে কোন হাসপাতাল বা কোন চিকিৎসকের নাম না বললেও তার সব চিকিৎসা এসএসকেএম হাসপাতালে হওয়ায় সেই দিকেই আঙুল যায়।

রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সিউড়ি মহকুমা দফতরে বামেদের বিক্ষোভ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম
আপনজন: সাধারণ মানুষকে রেশন সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রীদের পাহাড় প্রমাণ রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সিপিআইএমের ডাকে রাজ্যব্যাপী মহকুমা খাদ্য দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয় সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে। সেই মোতাবেক আজ বুধবার বীরভূম জেলার সিউড়ি,বোলপুর ও রামপুরহাট মহকুমায় খাদ্য দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয় বীরভূম জেলা সিপিআইএম কমিটির পক্ষ থেকে। এদিন অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে যে সমস্ত দাবি সমূহ তুলে ধরা হয় তার মধ্যে ছিল- সাধারণ মানুষ যাতে রেশন থেকে বঞ্চিত না হয় তার সুব্যবস্থা করা এবং যারা লকডাউনের সময় রেশন পাননি তাদেরও রেসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা। রেশন থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রীদের সহ সমস্ত স্তরের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির তদন্ত করা। রাজ্যে জেলা ও ব্লক স্তরে রেশন ব্যবস্থার দুর্নীতির কার্নিভাল বন্ধ করা। রেশন দুর্নীতির সব "উঁচু মাথা"কে অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো

হয়। বুধবার জেলার বোলপুর, সিউড়ি ও রামপুরহাট তিন মহকুমায় একযোগে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয় । আজকের কর্মসূচি সম্পর্কে সিপিআইএম বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সঞ্জীব বর্মন এক সাক্ষাতকারে বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মধ্যে প্রভাবশালী প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী বর্তমান বন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক রেশন কেলেঙ্কারির দায়ে বর্তমানে জেলে। কয়েক হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির সাথে জড়িত। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বাকিবুর রহমান সহ রেশন কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত অন্যান্য নেতা, মন্ত্রী, আমলা, চালমিল মালিকদের ইডি,সিবিআই কে দিয়ে দ্রুত তদন্ত শুরু করানোর ব্যবস্থা এবং দোষীরা যেন ছাড়া না পাই। সেইসাথে রেশন কেলেঙ্কারির মাথাকে অবিলম্বে ধরতে হবে সেই প্রেক্ষিতে মহকুমা ভিত্তিক খাদ্য দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি।তিনি আরও বলেন লুঠ, চুরি জোচ্চুরি ছাড়া তৃণমূল বেঁচে থাকতে পারে না। চিটিংবাজী করে বেঁচে থাকারই হচ্ছে তৃণমূলের অক্সিজেন। এদিন রামপুরহাট মহকুমায় অবস্থান বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন সিপিআইএম বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সঞ্জীব বর্মন, জেলা কমিটির সদস্য তথা রামপুরহাট পৌরসভার কাউন্সিলর সঞ্জীব মল্লিক। বোলপুর মহকুমায় নেতৃত্ব দেন পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক মন্ডলী সদস্য বকুল ঘড়ুই, রাজ্য কমিটির সদস্য শ্যামলী প্রধান, আর এস পি র জেলা নেতৃত্ব তুষার ব্যানার্জি প্রমুখ।

পথ দুর্ঘটনা এড়াতে উদ্যোগ ট্রাফিক পুলিশের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট
আপনজন:পথ দুর্ঘটনা এড়াতে বিশেষ উদ্যোগ ট্রাফিক পুলিশের। অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে করা হবে 'রোড মার্কিং'। বিশেষ এই যন্ত্রের সাহায্যে পেন্টিংয়ের মাধ্যমে দুর্ঘটনা কয়েক গুণ কমবে বলেই মনে করছেন ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকেরা। বুধবার জেলা সদর শহর বালুরঘাটে ডিএসপি ট্রাফিকের উপস্থিতিতে চলে তারই মহড়া।
উল্লেখ্য, জেলা জুড়ে রাস্তায় যানবাহনের চলাচলের মাত্রা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। গাড়ি থেকে বাইক যাতে বেপরোয়া ভাবে না চালানো হয় তা নিয়ে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের তরফে। বিভিন্ন রাস্তা, জাতীয় সড়কগুলিতে ডিভাইডার, জেব্রা ক্রসিং, গাড়ির গতি কমাতে রবার স্ট্রিপ, আরপিএম লাগানো হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে রাস্তার উপরে থাকা 'রোড মার্কিং' গুলো ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে পথ চলতি মানুষদের নানা সময়ে সমস্যায় পরতে হয়। নানা সময় দুর্ঘটনার চিত্র সামনে আসে। এদিন ট্রাফিক পুলিশের তরফে বালুরঘাট থানা মোড় এলাকায় 'রোড মার্কিং' সম্পর্কিত একটি মহড়ার আয়োজন করা হয়। যেখানে ডিএসপি ট্রাফিক বিলল মঙ্গল সাহা, বালুরঘাট সদর ট্রাফিক ওসি ব্রীতি সুন্দর সাহা সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের উপস্থিতিতে এই অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে কিভাবে 'রোড মার্কিং' করা হবে তা পুলিশকর্মীদের দেখিয়ে দেওয়া হয় একটি সংস্থার তরফে। এর ফলে আগামী দিনে পুলিশ কর্মীরা নিজেদের উদ্যোগেই 'রোড মার্কিং' এর কাজ করতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে।

তৃণমূলের অফিস হয়ে গেল কংগ্রেসের

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর
আপনজন: তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে করা হলো এবার কংগ্রেসের প্রধান দলীয় কার্যালয় । বুধবার বিকেলে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের লোহাপুর বাজারে তৃণমূলের ছেড়ে দেওয়া দলীয় কার্যালয়ের ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন হাঁসন বিধান সভার প্রাক্তণ বিধায়ক তথা বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি মিল্টন রশিদ। একই সঙ্গে দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করার পর ব্লক কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের নিয়ে সেখানে সাংগঠনিক আলোচনা সভার আয়োজনও করা হয়। সেখানে মিল্টন রশিদ বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই ব্লকে তৃণমূলকে পরাজিত করে বাম কংগ্রেসের নজির বিহীন ফলাফল হয়েছে। আগামী দিনে কংগ্রেসের এই দলীয় কার্যালয় থেকেই ব্লক কংগ্রেকে আরও মজবুত করবে এবং ব্লক এলাকায় নেতৃত্ব দেবে। উপস্থিত ছিলেন নলহাটি দু'নম্বর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধেশ্বর পান্ডে, বীরভূম জেলা পরিষদের কংগ্রেসের বিরোধী দল নেতা সাব্বির হোসেন জয় প্রমুখ।

চুরি হওয়া গহনা উদ্ধার করল পুলিশ

নকীব উদ্দিন গাজী ● রায়দিঘি
আপনজন: বড়সড় সাফল্য পেলে উস্থি থানার পুলিশ। ছিনতাই হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে নগদ টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার সোনার গহনা উদ্ধারের পাশাপাশি দুজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ।
জানা যায়, সোমবার রায়দিঘীগামী এম টেন বাসের এক মহিলা যাত্রীর থেকে সোনার গহনা খোয়া যায়। এরপরে এই ঘটনায় কুস্তি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিশ জানতে পারে মথুরাপুর থানার কৃষ্ণচন্দ্রপুরের কাটানদিঘি এলাকায় একটি বানজারা গ্রুপ রয়েছে। যারা নিত্যদিন বিভিন্ন বাসে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটাচ্ছিলো। এরপরেই মঙ্গলবার উস্থি থানার পুলিশ ও মথুরাপুর থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে। এলাকা থেকে ছিনতাই চক্রের মূলপান্ডা সহ দুজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের থেকে উদ্ধার করা হয় নগদ টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার সোনার গহনা। এই ঘটনায় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি রাহুল গোস্বামী ও এইচডিপিও মিথুন কুমার দে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে ছিনতাই এর ঘটনা ঘটছিল বাঞ্জারা গ্রুপ যারা এই ঘটনা নেপথ্যে। অবশ্য ঘটনায় অভিযুক্তদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলেও তিনি জানান। বুধবার ধৃতদের ডায়মন্ড হারবার এ সি জে এম আদালতে পেশ করা হলে পাঁচ দিনের পুলিশে হয়ে। হেফাজতের নির্দেশ দেন আদালত সঙ্গে থাকা স্ত্রীকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাস্তা পর হতে গিয়ে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া
আপনজন: রাস্তা পারাপার করার সময় স্কুটি মটর বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার । গুরুতর জখম চালক । মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার ডল্টনপুর বোলতলাপাড়া এলাকায়। মৃত মহিলার নাম আর্জিয়া বিবি ওরফে বিউটি বিবি বয়স৪২ বছর, তার বাড়ি ডল্টনপুর বোলতলা পাড়া এলাকায় , জখম বাইক চালকের নাম সাফি রহমান, তার বাড়ি খিদিরপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যায় দুই বন্ধু স্কুটিতে করে বহরমপুরের দিক থেকে হরিহরপাড়ার দিকে যাচ্ছিল সেই সময় এক মহিলা রাস্তা পারাপার করছিল। স্কুটি মটর বাইকটির গতি থাকার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি ওই মহিলাকে ধাক্কা মারে । ধাক্কা মারার ফলে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায় ওই মহিলা সহ বাইকে থাকা দুজন। বিকট আওয়াজ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে দেখে রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করছে। ওই মহিলা সহ চালক। তাদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হরিহরপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় দুজনকেই মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে। মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আর্জিয়া বিবি ওরফে বিউটি বিবিকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে চলছে নাড়া পোড়ানো

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া
আপনজন:প্রশাসনিক চোখে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চলছে দিনের পর দিন ধান কেটে নেওয়ার পর নাড়া পোড়ানো সোনামুখীতে, দূষিত হচ্ছে পরিবেশ ।
বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের রাধামোহন পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকরা ঘরে তুলছে আমন ধান, বিঘার পর বিঘা ধানের জমিতে উন্নত প্রযুক্তির মেশিনের সাহায্যে চলছে ধান কাটার কাজ, সোনালী ফসল ধান তুলে নেয়ার পর ধানের অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ নারা পড়ে থাকছে জমির উপরেই, একশ্রেণীর অসাধু কৃষকরা প্রশাসনের চোখে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে সেই নারা দিনের পর দিন আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, যার ফলে প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার হচ্ছে এলাকা, দূষিত হচ্ছে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারংবার এলাকার কৃষকদের সচেতন করলেও থোরাই কেয়ার, রাধামোহন পুর গ্রাম পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন প্রান্তে দিনের পর দিন চলছে এভাবেই ধানের পোয়াল অর্থাৎ নাড়া পোড়ানোর কাজ। বিষ্ণুপুর মহকুমার সহ কৃষি অধিকর্তা সুব্রত কর্মকার জানান বিভিন্ন জায়গায় নারা পোড়ানোর ঘটনা সামনে এসেছে যে কারণেই কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে মানুষকে সচেতনতার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম নেওয়া হয়। এ বছরও একইভাবে কৃষকদের সচেতন করা হয়েছে।

ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাসন্তী থানা ঢুড়ি বাজার পার্শ্ববর্তী ময়দান এলাকায় প্রতিবার সভা করেন। ইসরাইল ও প্যালেস্টাইন যুদ্ধে প্রায় কয়েক হাজার মানুষ নিহত, আহত হয়েছে।লক্ষ্য মানুষ গৃহহারা ও বহু নারী ও শিশু নিহত ও আহত। খাদ্য, পানীয় অভাবে জনজীবন বিচ্ছিন্ন তাদের পাশে থাকার জন্য জাতি ,ধর্ম, বর্ণ, দল সমস্ত নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে আবেদন তাদের পাশে দাঁড়ানো তেমনই। বুধবার দুপুরে তারই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন আনোয়ার হোসেন কাসেমী, সম্পাদক শওকত আলী, শিক্ষারত্ন মোফাক্কার হোসেন সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট অতিথি বর্গ। ছবি ও তথ্য: বাবলু প্রামানিক

প্রথম নজর

নদী দখল করে দোকান, নড়েচড়ে বসল প্রশাসন

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: নদী দখল করে দোকান তৈরি নিয়ে আপনজন পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। তৎপরতার সাথে ধূপগুড়ি বামনি নদী দখল করে রেস্তোরাঁ ও দোকান ঘর তৈরির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন প্রশাসনের আধিকারিকরা।
বুধবার নদী দখল করে রেস্তোরাঁ দোকান ঘর তৈরীর খবর প্রকাশিত হয় আমাদের সংবাদপত্রে। বামনি নদী দখল করে রেস্তোরাঁ দোকান ঘর তৈরির খবর প্রকাশিত হয়। সেই খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসলো প্রশাসন, বুধবার বিকেলেই ঘটনাস্থল সরেজমিনে এসে পরিদর্শন করলেন ধূপগুড়ি বিএলএলআরও অফিসের আধিকারিকরা। মাপজোখ করে দেখলেন নদী এবং সরকারি কতটা জায়গা দখল করে তৈরি করা হচ্ছে রেস্তোরাঁ আর দোকানঘর। একইসাথে নদীর যে সমস্ত জায়গা দখল করে দোকান ঘর তৈরি হচ্ছে সেই সমস্ত দোকানের মালিকদেরও সতর্ক করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে ক্যামেরার সামনে কোনো প্রতিক্রিয়াই দিতে চাননি আধিকারিকরা।
এদিকে খবর সম্প্রচারের পর আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাওয়া নিয়েও কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপির ধূপগুড়ির কনভেনার চন্দন দত্তের অভিযোগ, কেন আধিকারিকরা আগে থেকে দেখেও ব্যবস্থা নেয়নি। কেন খবর সম্প্রচারের অপেক্ষা করতে হলো? আধিকারিকদের একাংশ এবং তৃণমূল নেতাদের জোকসাজসে এই নদী দখল করার সাহস পেয়েছে। শুধু পরিদর্শন করলেই হবে না, আইনি পদক্ষেপ কি নেওয়া হয় তা আমরা দেখতে চাই।

পরিযায়ী শ্রমিককে বাড়ি ফেরাল সংস্কৃতি মঞ্চ

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের মোহাম্মদ বাজার ব্লক এর দেউচা অঞ্চলের নিখিল বাউরী উড়িষ্যাতে কাজ করতেন মালদহের কয়েকজন শ্রমিকের সাথে। তার কাজের বকেয়া বাবদ কিছু টাকা তিনি মালদহের ঠিকাদারের কাছে পাওনা ছিল কিন্তু সেই টাকা তাকে দিচ্ছিলেন না এমনটাই অভিযোগ করেছেন নিখিল বাউরির স্ত্রীর । বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য মালদহের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন ৩০/১০/২০২৩ দেউচার নিখিল বাউরি। তারপর মালদহের ইংরেজবাজার এলাকার একজন ঠিকাদার তাকে বেঁধে রেখে সারারাত ধরে নির্যাতন করে ও মারধর করে। ঠিকাদার বীরভূমের দেউচার নিখিল বাউরির বাড়িতে ফোন করে হুমকি সহ

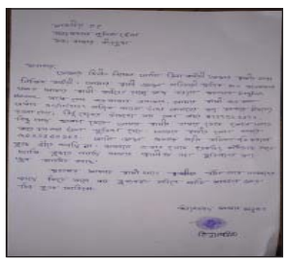

সাড়ে চার লক্ষ টাকা নিয়ে যেতে বলেন, না হলে নিখিল বাউরী কে প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি দেন। নিখিল বাউরির স্ত্রীর দাবি, আমার স্বামী তাদের কাছ থেকে টাকা পাবে কিন্তু উল্টো তারা আমাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার চেষ্টা করছে। বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের কাছে সহযোগিতা কামনা করেছিলাম, তারা আমার স্বামীকে ফিরে আসতে সহযোগিতা করেছেন।

পুরুলিয়ার জন্মদিন পালিত

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: ১৯৫৬ সালের এই দিনে পশ্চিম প্রান্তে গড়া পুরুলিয়া নামের নতুন একটি জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভাষা সেনাদের প্রবল আন্দোলনে বিহার রাজ্যের অন্তর্গত মানভূম জেলা ভেঙে জন্ম হয় পুরুলিয়ার। যদিও মানভূমের বাকি অংশ অর্থাত্ ধানবাদ ও সিংভূম থেকে যায় বিহারেই। তবু পয়লা নভেম্বর বাঙালির বিজয় দিবস। এ বারেও কোনওরকম উৎসব ছাড়াই কেটে গেল দিনটি।
তবে পুরুলিয়ার লোক সেবক সংঘের উদ্যোগে দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। এদিন পুরুলিয়া শিল্পাশ্রম থেকে শোভাযাত্রা সহকারে লোক সেবক সংঘের কর্মীরা পৌঁছান পুরুলিয়া পোস্ট অফিস মোড়ে ঋষি নিবারণ দাসগুপ্তের মূর্তির পাদদেশে। সেখানে একটি পথ সভা অনুষ্টিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন লোক সেবক সংঘের সচিব সুশীল মাহাতো, লোক সেবক সংঘের যুবকর্মী দেবরাজ মাহাতো,ভজহরি মাহাতো জন কল্যাণ সমিতির সম্পাদক বংশীধর সিংহ,উমা সরকার সহ উপস্থিত অন্যান্যরা।

মেমারিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বৃদ্ধের

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: বুধবার সকালে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধ পথচারী। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মেমারি-রসুলপুরে মালঞ্চ পার্কের কাছে জিটি রোডে একটি বোলারো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একজন বয়স্ক পথচারীকে ধাক্কা মারার পর একটি ইলেকট্রিক পোলে ধাক্কা মারে। ইলেকট্রিক পোলটি ভেঙে যায়। অন্যদিকে পথচারী বৃদ্ধ গুরুতর ভাবে আহত হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তার মৃত্যু হয়। গাড়িটি মেমারির দিক থেকে রসুলপুরের দিকে যাচ্ছিলো। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেমারি থানার পুলিশ। কর্তব্যরত অফিসার বৃদ্ধকে চিকিৎসার জন্য বর্ধমানে অনানময় হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায় বৃদ্ধার নাম সহদেব মিদ্দা, বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর, বাড়ি চাকনারা। পুলিশ গাড়িটিকে আটক করেছে বলে জানা যায়।
এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায় গাড়ির চালক মোবাইল ফোন নিয়ে কথা বলছিলেন চলন্ত অবস্থায়, আর তার ফলেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনা।

রাজনীতির বিষয় বলে মমতা পাশে দাঁড়ালেন জ্যোতিপ্রিয়র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: জ্যোতিপ্রিয় নিয়ে প্রশ্নকে রাজনৈতিক বিষয় বলে সাংবাদিক সম্মেলনে এড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন,এ বিষয়ে সঠিক প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন আমার দলের রাজনৈতিক মুখপাত্র। এরপরই তার সংযোজন, অবশ্যই তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য। কিন্তু কে জানে ডিজিটাল রেশন কার্ড চালু করতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এক কোটি ভুঁয়ো রেশন কার্ড তিনি বাতিল করেছিলেন। তিনি কৃষকদের কাছ থেকে ধান প্রোকিওরমেন্টের যে পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন তাকে গ্রিন রিভলিউশন বলা চলে। অন্য আইনি প্রশ্নের আমি এখন উত্তর দেব না। এ বিষয়ে নিজেকেই নিজের ডিফেন্ড করতে হবে। আমি শুধু তার শারীরিক সুস্থতা কামনা করছি। এদিন রেশন ব্যবস্থা নিয়ে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন বাম আমলে রেশন ব্যবস্থাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রায় এক কোটি ভুয়ো রেশন কার্ড ছিল। এই ভুয়ো রেশন কার্ডের টাকা কোথায় যেত। আমরা ধীরে ধীরে এই রেশন কার্ড বাতিল করেছি। রেশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা করেছি। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছিলাম তখন এক কোটি ভুঁয়ো রেশন কার্ড ছিল। যারা বড় বড় কথা বলছেন সেই এক কোটি ভুঁয়ো রেশন কার্ড থাকা মানে সেটা তারা তুলতেন। এই টাকাটা কোথায় যেত? আজ পর্যন্ত তার কোনো তদন্ত হয়েছে। এই কাজটা করতে গিয়ে আমাদের সাত আট বছর সময় লেগেছে। এক কোটি রেশন কার্ড আমরা বাতিল করেছি। অনেক দালাল মানুষের রেশন বাইরে বিক্রি করে দিত। তাদের বিরুদ্ধে আমরাই কেস করেছি। গ্রেফতার করা হয়েছে এবং চার্জশিটও দেওয়া হয়েছে। এক সময় ফুট কর্প্রেশন আধভাঙ্গা চাল বন্ধ করে দিয়েছিল। ইতিহাসটা সকলের জানা উচিত। যখন তারা বন্ধ করে দিল রেশন সিস্টেমটা বন্ধ হওয়ার মুখে চলে গিয়েছিল। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিই ভাঙ্গাচাল খাওয়ার থেকে আমরা চাষির ঘর থেকে চাল কিনব। গত চার পাঁচ বছর ধরে সে কারণেই চাল সংগ্রহ করা হচ্ছে কৃষকদের থেকে। বিনা পয়সায় রেশন দিতে গিয়ে চাল কিনতে হচ্ছে ২৩-২৪ টাকায়। কিন্তু কৃষকরা দাম পাচ্ছেন।

শিশুদের পঠনপাঠনের মানোন্নয়নে কর্মশালা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: শিক্ষকদের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।শিশুদের পঠন -পাঠনে মনোযোগী ও উন্নত জীবন গঠনের জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা।অপ্রশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষিকারা একজন উত্তম মানের শিক্ষক হওয়ার জন্য যে গুণাবলী থাকা দরকার তা থেকে বঞ্চিত থাকেন।তাই শিশুদের ভালো গুণাবলীকে আরো গঠনমূলক করে তোলা ও তাকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য হরিশ্চন্দ্রপুর থানার'তুলসীহাটা বিবেকানন্দ শিশু অঙ্গন'নার্সারী স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে তিন দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছিল তুলসীহাটা 'বিবেকানন্দ শিশু অঙ্গ'নার্সারী স্কুল কর্তৃপক্ষ।৩০ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছিল এই কর্মশালা।বুধবার সেই প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষ হয়।স্কুল কর্তৃপক্ষ জানান,মালদা জেলার বিভিন্ন নামীদামী স্কুলের শিক্ষকরা এই প্রশিক্ষণ দিয়েছে।এই স্কুলের ৩০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।এই স্কুলে নার্সারী থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত সাড়ে সাতশো শিশু রয়েছে।এই প্রশিক্ষণের ফলে শিশুদের পঠনপাঠনের মান উন্নয়ন যথেষ্ট হবে বলে আশাবাদী।পরিচালন কমিটির সভাপতি দিলীপ কুমার গুপ্তা জানান,এই স্কুলটি দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে চলে আসছে।শিশুদেরকে কিভাবে ক্লাসের মধ্যে খেলার ছলে আনন্দদায়ক ভাবে শিক্ষাদান করা যায় তার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কাজে গতি আনতে জেলা পরিষদের উদ্যোগ

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: দপ্তরের কাজে গতি আনতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে প্রতিটি দপ্তরের নিয়মিত মিটিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বুধবার বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির মিটিংয়ে দপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে একেএম ফারহাদ দ্বিতীয় বার দায়িত্ব গ্রহণের পর বুধবার দপ্তরের প্রথম মিটিংয়ে কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো সাধারণ মানুষের স্বার্থে আমাদের সবাইকে সহমত পোষণ করে দপ্তরের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। আগামী দিনে জেলার সর্বত্র সাধারণ মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বো বলে জানান ফারহাদ।সূত্র মারফত জানা যায় জেলার পাট্টা বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যগুলি সংবলিত করে দ্রুত নিষ্পত্তি করা, সবুজশ্রী প্রকল্পে জেলা জুড়ে চারাগাছ বিতরণ,সরকারি পতিত জমি গুলি ল্যান্ড ব্যাংকের আওতায় এনে নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া। জেলা পরিষদের নীলদর্পণ সভাকক্ষে আলোচনায় সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, সহকারী সভাধিপতি বীণা মন্ডল, দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সচিব প্রভাত কুমার চ্যাটার্জী,সহসচিব সীতাংশু বাবু, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার আকিব আলম, রেঞ্জার (বারাসাত) ভাস্কর জ্যোতি পাল, স্থায়ী সমিতির সদস্য ভানুমতী বালা,শিবুপ্রসাদ হাজরা, সামিয়ারা খাতুন প্রমুখ।

হরিহরপাড়ার নতুন বিডিওকে সংবর্ধনা

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: হরিহরপাড়া ব্লকের নতুন বিডিও সেরিং জাম ভুটিয়া। তিনি কোচবিহার ২ ব্লকের বিডিও ছিলেন। মঙ্গলবার হরিহরপাড়া ব্লকে বিডিও হিসেবে চার্জ গ্রহণ করেছেন। বুধবার হরিহরপাড়া বিধানসভার বিধায়ক নিয়ামত শেখের নেতৃত্বে ব্লকের সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে নতুন বিডিওকে সংবর্ধনা দেন। বিধায়ক নিয়ামত শেখ জানান নতুন বিডিওকে আমরা পেয়ে খুব খুশি এবং পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে এলাকার মানুষের সমস্যা সমাধান করব। এদিন উপস্থিত ছিলেন নিয়ামত শেখ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর, জেলা পরিষদের দুই সদস্য জিলার রহমান ও লাজিনা,পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি নুজরুল ইসলাম, পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মদক্ষ আহাতাব উদ্দিন শেখ, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মদক্ষ সিনামন খাতুন, খাদ্য কর্মদক্ষ মঞ্জুরুল হক সহ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা।

জয়নগর এক নম্বরে নতুন বিডিও পূর্ণেন্দু

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর এক নম্বর ব্লকে বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাস দীর্ঘ ৩ বছর যাবত জয়নগর এক নম্বর ব্লকে দ্বায়িত্ব ছিলেন।গত কয়েক দিন আগে বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার ও জয়নগর কেন্দ্রের বিধায়ক শিক্ষক বিশ্বনাথ দাস এবং জয়নগর কেন্দ্রের ও বারুইপুর পূর্বের বিধান সভার ৬ টি অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান, উপ-প্রধান, প্রধান উপ-প্রধান সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস সহ-সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যাক্তিগন উপস্থিতে বিদায় সংবর্ধনা পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।ঐ স্থান শূন্য থাকায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যথার্থ সময়ের মধ্যে নতুন বিডিও জয়নগর ১ নং ব্লকে পূর্ণেন্দু স্যানাল জয়েন করেন।পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন জয়নগর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস ও বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ-শুকুর আলী মোল্লা সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যাক্তিগন।

রাজ্যে দুর্নীতি-কাণ্ডে আসল চোরদের ধরুক সরকার: সেলিম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ভুয়ো ডাক্তার, ভুয়ো রেশন কার্ড, ভুয়ো জব কার্ড, ভুয়ো এমএলএ কারা তৈরি করেছে ? সব তৈরি হয়েছে দিদির সরকারের আমলে। আমরা এই এইসব ভুয়ো'র বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। ওরা যদি বলে থাকেন বাম আমলে ভুয়ো রেশন কার্ডের কথা তাহলে এতদিন কেন ওরা চুপ ছিলেন ? কেন ওরা আন্দোলন করেননি ? এমনই প্রশ্ন তুললেন মহ: সেলিম। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এর আগামী ৩-৫ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বর্ধিত রাজ্য অধিবেশন উপলক্ষ্যে বুধবার সন্ধ্যায় সি.পি.আই.(এম) হাওড়া জেলা কমিটির আহ্বানে কদমতলা বাসস্ট্যান্ডে সভা উপলক্ষে এদিন হাওড়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মহঃ সেলিম। সেলিম আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত দশ বছর ধরে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে এই কারণে খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে বসিয়ে রেখেছিলেন যাতে চুরির ৭৫ শতাংশ কালীঘাটের বাড়িতে আর বাকি ২৫ শতাংশ জ্যোতিপ্রিয়র কাছে রেখে দুর্নীতির সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যায়।
সেলিম দাবি করেন, আসল চোরেদের ধরতে হবে। সরকারকে ধরতে হবে। সেলিম আরও বলেন, বাম আমলে আমরা চেয়েছিলাম বেকারদের চাকরি হোক, শিল্প আসুক বিনিয়োগ হোক। যুবকদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠুক। সে সময় তৃণমূল, বিজেপি আর মাওবাদী একযোগে আমাদের বাধা দিয়েছে। কারখানা হতে বাধা দিয়েছে মমতার একরোখা ঔদ্ধত্য। মমতা মোদীকে কারখানা গিফট করে দিয়েছে। আজকে বেকাররা কেন তার দায় নেবে ? এর জবাব দিদিকেই দিতে হবে।

আইসিডিএস কেন্দ্রে কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: আই সি ডি এস কেন্দ্রের কর্মীকে ঘিরে বিক্ষোভ অভিভাবকদের।
ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদের ডোমকল পৌরসভার মেহেদীপাড়া ৬৪ নং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে নিম্নমানের খাবার দেওয়া সহ একাধিক বিষয়ে বিক্ষোভ আই সি ডি এস কেন্দ্রে অভিভাবকদের। স্থানীয়দের দাবি নাসিরুননেশা বিবি(নাসিমা) মেহেদীপাড়া ৬৪ নং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন সমস্যা শুরু হয়েছে যেমন,খোলা আকাশের নীচে রান্না করা হয় অন্যের বাড়ীতে, স্কুলের ঘর থাকা সত্ত্বেও সেন্টারের সমস্ত মালপত্র কর্মীর অস্বাস্থ্যকর জায়গায় কর্মীর বাড়ীতে রাখা হয়, অতিরিক্ত খাবারের রিপোর্ট পাঠানো হয়, খাবারের কোনো তালিকা রাখা হয়না। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় আই সি ডি এস কেন্দ্রে।
ঘটনার দায়ভার হেল্পারের দিকেই ছুড়ে দিয়েছেন শিক্ষিকা নাসিরুননেশা বিবি। তিনি আরও জানান আগের থেকে এখন ভালো খাবার দেওয়া হয়, সব মিথ্যা অভিযোগ।
এই ঘটনায় সরকারি একাধিক দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় থেকে অভিভাবকরা।

গনি খানের জন্মদিন পালন করল তৃণমূল

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বাংলার উন্নয়নের কান্ডারী তথা মালদার রূপকার তথা প্রাক্তন রেলমন্ত্রী প্রয়াত এ বি এ গনি খান চৌধুরীর ৯৭তম জন্মদিবস পালন করলো যুব তৃণমূল কংগ্রেস ও শহর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। উপস্থিত ছিলেন শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারী, জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক সৌমিত্র সরকার, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ-সভাপতি অসিতবরন বোস, কাউন্সিলর আশীষ কুন্ডু, যুবনেতা এমডি অভিষেক, বিশিষ্ট সমাজসেবী পার্থ মুখার্জি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বুধবার সকালে রথবাড়ি মোড়ে গনি খান চৌধুরীর মূর্তিতে মালা পরিয়ে এবং পায়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তার আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। যুবতৃণমূলের সম্পাদক সৌমিত্র সরকার বাবু বলেন, গনি খান চৌধুরী হল আমাদের আদর্শ, তিনি মালদা তথা বাংলার রূপকার তার কাজে আমরা অনুপ্রাণিত, তিনি যেমন মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বহু কাজ করেছেন তেমনি হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বহু কাজ করেছেন। এছাড়া বাংলার উন্নয়নমূলক কাজে তার সুনাম রয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সীতাপুরে পীর ফারাহ সিদ্দিকী স্মরণে দোয়া

নুরুল ইসলাম খান ● হুগলি

আপনজন: অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরেও ফুরফুরা শরীফের পীর দাদা হুজুরের দ্বিতীয় বাড়ি সীতাপুর দরবার শরীফে বুধবার ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়।হযরত পীর আল্লামা জনাব আবুল ফারাহ সিদ্দিকীর স্মরনে বাৎসরিক এই সভায় জেকেরের মজলিশ পরিচালনা করেন পীর সাহেবের ছোট সাহেবজাদা পীরজাদা মাওলানা তামিম উদ্দিন সিদ্দিকী। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য পীর সাহেব ও প্রখ্যাত আলেমরা।মধ্যরাত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই সভায় বিশ্বের মানুষ ও ফিলিস্তিনের নীরিহ মানুষ এবং শহিদ শিশুদের জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া চাওয়া হয়। যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই এর স্বপক্ষে এদিন আলোচনাও হয়। বাৎসরিক ঈসালে সওয়াবের পাশাপাশি পীরসাহেব স্থাপিত বিভিন্ন মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানে স্বগৌরবে চলছে।সমাজ কে শিক্ষীত করার জন্য দাদা হুজুরের পথকে অনুসরণ করেছেন পীরজাদা মাওলানা তামীম সিদ্দিকী।

বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

মাফরুজা খাতুন ● ক্যানিং

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ক্যানিং থানার অন্তর্গত কুমারশা গ্রামবাসীদের ও কুমারশা নূরজ্যোতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হল মঙ্গলবার। এদিনের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান নারী ও পুরুষ।মাদার মাল্টীস্পেশালিটি হাসপাতাল ডাক্তার বাবুদের সহযোগিতায়। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির উদ্যোক্তা কুমারশা নূরজ্যোতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী মোঃ আরসেদ লস্কর বলেন প্রতিবছর বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে এলাকার অসহায় মানুষের কথা মাথায় রেখে এমন উদ্যোগ।বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির।
এছাড়া বলেন এদিন ১৭৫ জন ব্যক্তি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান এদিনের শিবিরে থেকে।
উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি মোঃ রফিক গায়েন ,রুহুল আমিন মন্ডল,বাপ্পারাজ লস্কর ,আশরাফ লস্কর ,সারিকুল লস্কর, ইসমাইল মোল্লা সহ প্রমুখ।

ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে বাম মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● খেজুরি

আপনজন: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল নির্বিচারে বোমা মারছে। গাজায় ফিলিস্তিনি শিশু, নারী ও সাধারন মানুষের ওপর ইসরায়েলি হানাদারদের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের যুদ্ধ বিরোধী প্রস্তাবে মানবিকতাহীন মোদি সরকারের সমর্থন না দেওয়াও প্রতিবাদে সেইসঙ্গে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে সিপিআই(এম) খেজুরি২ এরিয়া কমিটির ডাকে কুঞ্জপুর বাস স্ট্যান্ড ও বাজার এলাকায় যুদ্ধ বিরোধী ধিক্কার মিছিল সংগঠিত হয় বুধবার। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সিপিআই(এম) নেতা রত্নেশ্বর দোলুই, প্রতিমা মন্ডল, মৃন্ময় মাইতি, স্বদেশ মাইতি, অতুল্য উকিল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

الدعوة
দাওয়াত

◆ মাল্টায় যেভাবে মুসলিমদের আগমন ঘটেছিল
◆ দোয়া ভাগ্য বদলায়
◆ রাসূল সা. যেভাবে মুসাফাহা করতেন
◆ ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ২ নভেম্বর, ২০২৩

মাল্টায় যেভাবে মুসলিমদের আগমন ঘটেছিল

আতাউর রহমান

ভূমধ্যসাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র রিপাবলিক অব মাল্টা। মাল্টার সবচেয়ে নিকটবর্তী দেশগুলোর মধ্যে আছে ইতালি, লিবিয়া, তিউনিশিয়া। ভৌগোলিকভাবে মাল্টা দক্ষিণ ইউরোপের দেশ এবং দেশটি ২০০৪ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য পদ লাভ করে। মাল্টার মোট আয়তন ৩১৬ বর্গকিলোমিটার এবং মোট জনসংখ্যা পাঁচ লাখ ১৬ হাজার। তাদের ভেতর ৮৮.৫ ভাগই খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। ইসলাম মাল্টার দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। মাল্টার মোট জনসংখ্যার ৩.৯ শতাংশ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও অর্থনীতিতে বেশ সমৃদ্ধ মাল্টা।

ধারণা করা হয়, মাল্টায় খ্রিস্টপূর্ব ছয় হাজার বছর আগে মানব বসতি গড়ে ওঠে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মাল্টা সব সময় বিশ্বমোড়লদের আগ্রহের কেন্দ্র ছিল। কালক্রমে মাল্টা শাসন করেছে ফিনিশিয়ান, কার্থাজিনিয়াস, গ্রিক, রোমান, মুসলমান, নরম্যান, অ্যারাগোনিজ, ফরাসি ও ব্রিটিশরা। ১৯৬৪ সালে দেশটি ব্রিটিশদের কাছ থেকেই স্বাধীনতা লাভ করে।

মাল্টায় ইসলামের আগমন ঘটে আরব ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই মুসলিম বণিকরা মাল্টার নিকটতম ইতালির সিসিলি দ্বীপে যাতায়াত করতেন। সম্ভবত তাদের মাধ্যমেই মাল্টায় ইসলামের আগমন ঘটে।

রাজনৈতিকভাবে মাল্টায় ইসলামের আগমন ঘটে উত্তর আফ্রিকার আগলাবি মুসলিম শাসকদের মাধ্যমে। তারা মূলত আব্বাসীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং উত্তর আফ্রিকায় স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন।

মূলত বাইজেন্টাইন শাসকদের আক্রমণ থেকে বাঁচতেই মাল্টা জয় করা অপরিহার্য হয়ে যায়। কেননা বাইজেন্টাইন শাসকরা মাল্টাকে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে একটি সামরিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করত। মুসলমানরা ২০৯ হিজরিতে মাল্টা জয়ের প্রথম চেষ্টা করে এবং ২৫৫ হিজরিতে তা জয় করতে সক্ষম হয়। তখন ক্ষমতায় ছিলেন আবুল গারানিক মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম। মাল্টার প্রথম অভিযানে নেতৃত্ব দেন সেনাপতি হালাফ বিন হাজিম এবং দ্বিতীয় অভিযানের নেতৃত্ব দেন সাওয়াদা বিন মুহাম্মদ। মুসলমানরা মাল্টা জয় করার পর ২৫৬ হিজরিতে রোমান বাহিনী মাল্টা অবরোধ করে। কিন্তু সিসিলির মুসলিম শাসক মুহাম্মদ বিন খুফাজা বিন সুফিয়ান একটি সাহায্যকারী বাহিনী পাঠালে রোমানরা পালিয়ে যায়। অবশ্য এর পরও একাধিক ইউরোপিয়ান মাল্টা জয়ের চেষ্টা করেছেন।

মুসলমানরা মাল্টা জয় করার পর সেখানে 'রাবাত' ও 'মদিনা' নামের দুটি আধুনিক শহর গড়ে তোলেন। উত্তর মাল্টায় অবস্থিত মদিনা শহরটি ছিল আগলাবিদের রাজধানী। এই শহরের সীমান্তপ্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ এখনো টিকে আছে। মুসলমানরা এখানে জাহাজশিল্পের গোড়াপত্তন ঘটায়। জাহাজ তৈরিতে পাইনগাছ ব্যবহার করা হতো। মাল্টায় তখন প্রচুর পরিমাণ পাইনগাছ পাওয়া যেত। মুসলিম শাসকরা মাল্টাকে ভূমধ্যসাগরের শক্তিশালী সামরিক নৌঘাঁটিতে পরিণত করেছিলেন, যা সিসিলি, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলিম শাসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আগলাবিদের পরে ফাতেমিরা উত্তর আফ্রিকায় প্রভাব বিস্তার করলে মাল্টাও তাদের অধীনে চলে যায়। ৪৮৩ হিজরি পর্যন্ত মাল্টায় মুসলিম শাসন টিকে থাকে। এরপর নরম্যানরা মাল্টা দখল করে।

২২৮ বছরের মুসলিম শাসনামলে মাল্টার বেশির ভাগ অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। তারা সেটা করেছিল মুসলমানের উত্তম আচরণ দেখে। নরম্যানরা মাল্টা দখল করলেও তারা দক্ষ আরব প্রশাসকদের স্বপদে বহাল রাখে এবং খ্রিস্টীয় ১৩ শতক পর্যন্ত মুসলমানরা স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের সুযোগ পায়। মূলত বার্ষিক কর প্রদানের শর্তে একজন মুসলিম আমির মাল্টা শাসন করতেন। ১১২২ খ্রিস্টাব্দে মাল্টার মুসলিমরা দেশ স্বাধীন করতে নরম্যানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ১১২৭ খ্রিস্টাব্দে সিসিলির শাসক দ্বিতীয় রজার মুসলমানদের পরাজিত করে মাল্টার নিয়ন্ত্রণ নেয়। ১১২৪ খ্রিস্টাব্দে 'হোলি রোমান অ্যাম্পায়ার'-এর শাসক দ্বিতীয় ফ্রেডরিক মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাসের নীতি গ্রহণ করেন। সে সময় বহু মুসলিম দেশত্যাগে বাধ্য হয়। আল্লামা ইবনে খালদুন লেখেন, এ সময় মুসলমানদের জন্য তিনটি পথ খোলা ছিল : ধর্মান্তর, দেশান্তর ও বন্দিত্ব। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে উসমানীয় বাহিনী জয়ের চেষ্টা করে। প্রায় চার মাস অবরোধ করে রাখার পরও তারা মাল্টা জয়ে ব্যর্থ হয়।

মুসলমানদের দুই শতকের শাসনামলের প্রভাব এখনো মাল্টার ভাষা ও সংস্কৃতিতে দৃশ্যমান, বিশেষত মাল্টিজ ভাষার বহু শব্দ আরবি। মাল্টার বেশির ভাগ জায়গার নাম এবং মাল্টিজদের উপনাম আরবি। যেমন : বর্গ, কাসার, সিকসুকি, ফারজিয়া, মিটকালিফ, মিফসুদ, জাময়িত ইত্যাদি। মাল্টার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে মুসলমানরা অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। তারা নোরিয়া নামের একটি বিশেষ সেচব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল, যা মাল্টায় কৃষি খাতে বিপ্লব নিয়ে এসেছিল।

এ ছাড়া তারা সেখানে নতুন নতুন মসলা, ফল ও ফসলের চাষ শুরু করেছিল। যেমন : ডুমুর, বাদাম, সাইট্রাস (মাল্টা) ইত্যাদি।

মুসলমানরা সেখানে তুলা চাষ শুরু করেছিল, যা কয়েক শতক পর্যন্ত মাল্টার অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল। মাল্টার প্রাচীন স্থাপনাগুলো এখনো কাঠের মিক্সরাবিজা (পাখির ঘর) ও মাশরাবিয়া (ঝুল বারান্দা) দেখা যায়। এগুলো মূলত মুসলিম শাসনেরই নিদর্শন বহন করে।

মাল্টা স্বাধীন হলেও দেশটির প্রশাসনে এখনো ইসলামভীতি প্রবল। ফলে মুসলমানদের ধর্ম পালনের নানা ধরনের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। সরকার অনুমোদিত দেশটির একমাত্র মসজিদ হলো মারিয়াম আল-বাতুল মসজিদ। ১৯৮৪ সালে এটি লিবিয়ার সাবেক শাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফি উদ্বোধন করেন। ১৯৭৮ সালে ওয়ার্ল্ড ইসলামিক কল সোসাইটি 'ইসলামিক সেন্টার অব পাউলা' প্রতিষ্ঠা করে। যার অধীনে মারিয়াম আল-বাতুল স্কুল পরিচালিত হয়।

দোয়া ভাগ্য বদলায়

নাজমুল হুদা

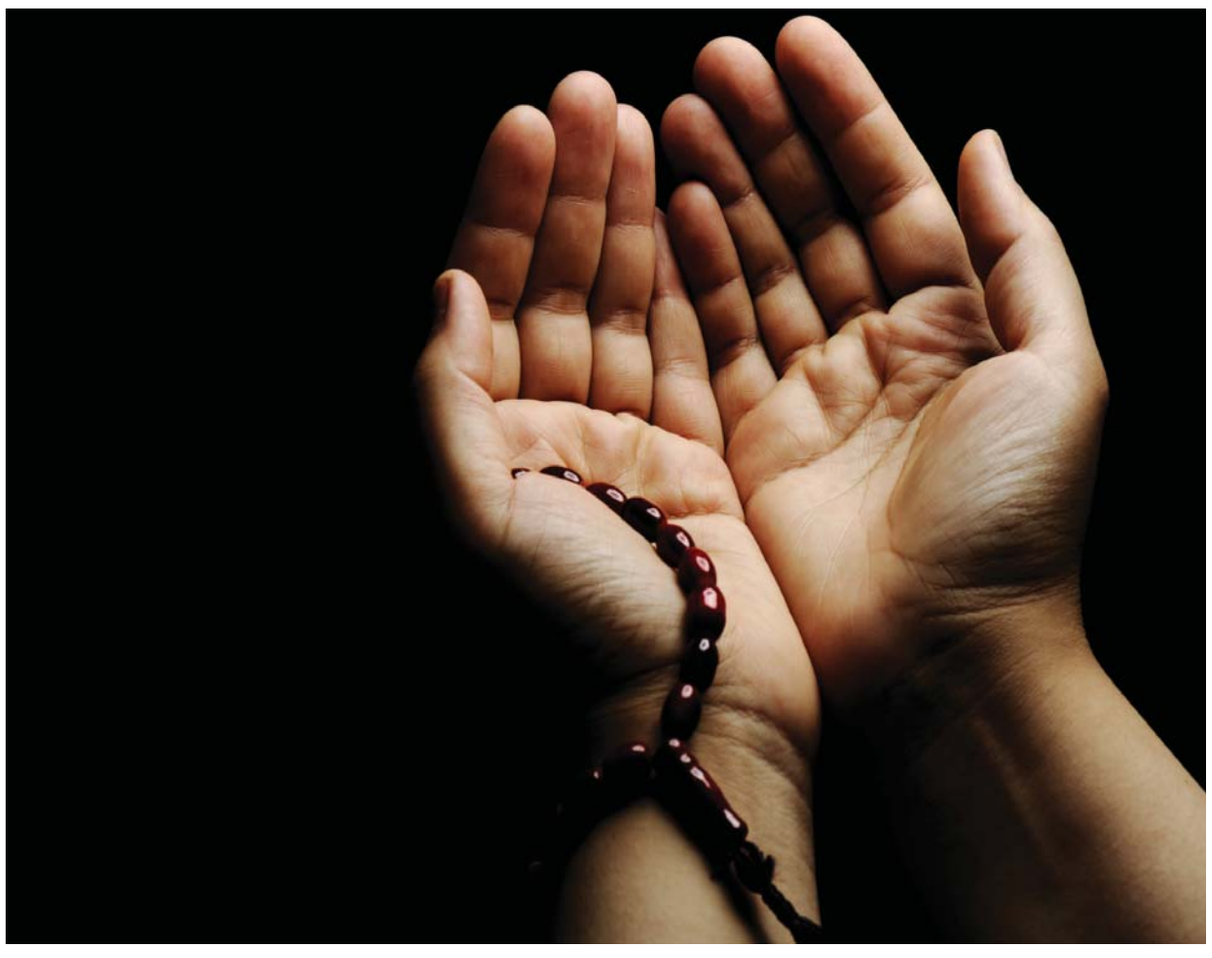

এ পৃথিবীতে কারো চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ও সহজ নয়। ছাত্র-শিক্ষক শ্রমিক মজুর চাকরিজীবী সবাইকে প্রতিনিয়ত মেহনত করে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে চলতে হয়।

চেষ্টা-প্রচেষ্টার পাশাপাশি এ বন্ধুর পথ অতিক্রমে দয়াময় আল্লাহর সাহায্যের বিকল্প নেই।

মহান রাব্বুল আলামিন মানুষকে কমবেশি বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন দুর্গম পথে কাঁটা বেছে চলার জন্য। এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রেষ্ঠ নবী রহমাতুল্লিল আলামিন কুরআনুল কারিমের আল্লাহ প্রদত্ত ওহির জ্ঞানের মাধ্যমে সেই আলোকিত সড়কের সন্ধান দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে।' (সূরা আল বালাদ-৪)

এই কষ্ট, ব্যথা-বেদনার বিপরীতে আছে সুখ-শান্তি ও স্বস্তি। আল্লাহ তায়ালা কখনো কখনো দোয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন করেন মানুষের জীবন; এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, 'দোয়া ছাড়া কোনো কিছুই ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না আর নেক আমল ব্যতীত হায়াত বৃদ্ধি পায় না।' (তিরমিজি)

এক হাদিসে আছে, যদি তোমার ওপর কোনো বিপদ আসে তাহলে এ কথা বলো না- যদি আমি এ রকম করতাম তাহলে আমার এমন হতো না; বরং তুমি বলো আল্লাহ যা তাকদিরে রেখেছেন এবং যে ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা 'যদি' কথাটা শয়তানের জন্য কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়।

আল্লাহ তায়ালা কখনো কখনো দোয়ার মাধ্যমে বান্দার জীবনে পরিবর্তন আনেন। বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ড. মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ বলেন, 'এটি শতভাগ সত্যি কথা যে, কোনো বান্দা যখন আল্লাহর কাছে মন থেকে দোয়া করে তাহলে তার তাকদির পরিবর্তন হবে; তবে দোয়াটা সেভাবেই করতে হবে। নিজেকে নিবেদন করতে হবে, আল্লাহর কাছে আকুতি দিয়ে চাইতে হবে। দোয়া কবুল হলে তার ভাগ্যের পরিবর্তন হবেই হবে।' এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 'তোমরা ইচ্ছে করলেই দোয়া করতে পারো না যদি আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।' (সূরা তাকভির-২৯)

আল্লাহ তায়ালা যখন আমাদের দোয়া করার তৌফিক দান করেন তখন আমাদের এই দোয়া করা উচিত যে- 'হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে পানাহ চাই দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা থেকে, দুর্বলতা, অলসতা, অসহায়ত্ব, কৃপণতা, কাপুরুষতা এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে।' (বুখারি-৫৪২৫)

লক্ষণীয়, আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া-ইবাদত করার জন্য তার তৌফিক চাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সা:। এক হাদিসে মুয়াজ ইবনে জাবাল রা: বলেন, একদিন নবী কারিম সা: আমার হাত ধরে বললেন, 'হে মুয়াজ আমি তোমাকে ভালোবাসি। এরপর তিনি বললেন, হে মুয়াজ আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি- তুমি কোনো সালাতের পরে এই দোয়া পড়া ছেড়ে দেবে না। প্রত্যেক সালাতের পরে এই বাক্যটি পড়ে নেবে, হে আল্লাহ তোমার জিকির, তোমার শোকর এবং উত্তমরূপে তোমার এবাদত করার ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করো।' (মুসনাদে আহমাদ-২২১৭৯)

দোয়া কবুলের শর্ত হলো- হালাল রিজিক ও ঈমান-আমলের একনিষ্ঠতা এবং একাগ্রতা। দোয়ার সময় আল্লাহর প্রশংসাপূর্বক রাসূল সা:-এর ওপর দরূদ পাঠ করে প্রথমত চাইতে হবে মাগফিরাত ও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি।

রাসূলুল্লাহ সা: সালমান ফারসি রা:কে ওসিয়ত প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি তোমাকে কয়েকটি শব্দ বলে দিচ্ছি তা দিয়ে পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য কামনা করো, রহমানুর রহিমের দিকে অগ্রসর হও এবং দিন-রাত এসব শব্দ দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করো- 'হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আমার ঈমানের সুস্থতা ও তেজোদীপ্ততা প্রার্থনা করছি এবং চরিত্রের মধ্যে ঈমানের প্রভাব কামনা করছি আর এমন সাহায্য চাই যার মধ্যে পরকালের মুক্তি নিহিত রয়েছে। তদুপরি আমি আপনার কাছে রহমত, নিরাপত্তা, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি কামনা করছি।' (সুনানে নাসায়ি-৯৭৬৫)

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা: আল্লাহর নামে শপথ করে বললেন, 'এদের কারো কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তা দান-খয়রাত করে দেয় তবে আল্লাহ তার এ দান গ্রহণ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকদিরের ওপর ঈমান না আনবে।' (বুখারি)

বান্দার দোয়ার মাধ্যমে তাকদিরের পরিবর্তন অসম্ভব নয়। তবে তাকদিরের রয়েছে দু'টি ধরন। একটি হলো- তাকদিরে মুবরাম, যার পরিবর্তন হয় না। যেমন মৃত্যু; তাকদিরে যখন লেখা আছে তখন হবেই।

দ্বিতীয়ত, তাকদিরে মুয়াল্লাক। যেমন দুঃখ কষ্ট রোগ শোক দোয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন হয়।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 'তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ আসে তা তোমাদেরই কর্মের ফল। তোমাদের অনেক গুনাহ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেন।' (সূরা শুয়ারা-৩০)

সূরা রুমের ৪১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'জলে-স্থলে মানুষের কৃতকর্মের জন্য বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান যাতে তারা ফিরে আসে।'

রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার ঠিকানা জাহান্নাম কিংবা জান্নাতে লিপিবদ্ধ নেই। উপস্থিত একজন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সা: আমরা কি তাহলে এর ওপর নির্ভর করব? তিনি বললেন, না; বরং আমল করো। (বুখারি- ৬১৫২)

সমাজে কিছু মানুষ আছে উন্নাসিক; তারা সবসময় সঙ্কীর্ণতায় ভোগে। আর সতত নিরাশায় ভর করে চলে। আল্লাহ তায়ালা তাদের সান্তনা দিয়ে বলেন- 'নিশ্চয়ই তিনি সবার সন্নিকটে এবং প্রত্যেকের ডাকেই সাড়া দেন তিনি'। (সূরা হুদ-৬১)

উপরোক্ত সূরার ৯০ নম্বর আয়াতে মেহেরবান আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'তোমরা তোমাদের গুনাহের জন্য তোমাদের মালিকের কাছে ক্ষমা চাও। অতঃপর তাওবাহ করে তার দিকে ফিরে আসো। নিশ্চয়ই তোমাদের মালিক পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।'

অন্তর যেভাবে অল্পে তুষ্ট হয়

আহমাদ ইজাজ

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, অল্পে তুষ্টি ও জুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) একই সূত্রে গাঁথা। জুহদ ও অল্পে তুষ্ট ব্যক্তির কতিপয় আলামত আছে। যেমন :

(১) সে তার অর্জিত সম্পদ নিয়ে অতি উৎফুল্ল হবে না। আবার যা পায়নি, তার জন্য দুশ্চিন্তাও করবে না

(২) তার সহায়-সম্পদ কখনো তাকে আল্লাহর ইবাদত থেকে গাফিল করবে না, বরং পার্থিব কাজে জড়িয়ে পড়লেও তার হৃদয় সর্বদা আল্লাহর ভালোবাসায় ভরপুর থাকবে।

(৩) তার পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা খুব কম হবে। দুনিয়ার দীর্ঘ আশা নিয়ে সে কখনো বুঁদ হয়ে থাকবে না।

(৪) তার সম্পদ কম হলেও আল্লাহর পথে দান-সদকা করতে সে কখনো কৃপণতা করবে না এবং অল্প সম্পদের দোহাই দিয়ে সদকা করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখবে না। (কুরতুবি, কামাউল হিরছি বিজ জুহদি ওয়াল কানাআত, ৩/১৮)

ইমাম মাওয়ার্দি (রহ.)-এর মতে, অল্পে তুষ্টির কিছু স্তর আছে। কেউ উঁচু পর্যায়ের অল্পে তুষ্ট, আবার কেউ তার চেয়ে নিচু পর্যায়ের অল্পে তুষ্ট। তিনি বলেন, অল্পে তুষ্টির তিনটি স্তর আছে–

(১) দুনিয়ার সামান্য সম্পদে পরিতুষ্ট থেকে বাকি সব পার্থিব সম্ভার থেকে অন্তরকে নির্মোহ রাখা এবং সম্পদের আধিক্য অপছন্দ করা। এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের অল্পে তুষ্টি।

(২) যতটুকু সম্পদ প্রয়োজন শুধু ততটুকুতেই ক্ষান্ত থাকা এবং এর অতিরিক্ত সম্পদ ও আধিক্যের লোভ দমন করে রাখা। এটা মধ্যম পর্যায়ের অল্পে তুষ্টি।

(৩) জীবনধারণের জন্য সম্পদ সামান্য হলেও সে ব্যাপারে অভিযোগ না করা। কিন্তু প্রয়োজনের চেয়েও যদি বেশি সম্পদ হস্তগত হয়, তাহলে সেটাকে খারাপ মনে না করা। এটা সর্বনিম্ন পর্যায়ের অল্পে তুষ্টি। কেননা এই পর্যায়ে ভয় (রাহবাহ) ও আগ্রহ (রুগবাহ) উভয়ের সংমিশ্রণ ঘটে। (মাওয়ার্দি, আদাবুদ দুনইয়া ওয়াদ্দিন, পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭)

রাসূল সা. যেভাবে মুসাফাহা করতেন

শরিফ আহমাদ

সাক্ষাতের সময় মুখে সালাম আর হাতে হাত মেলানোকে মুসাফাহা বলা হয়। এটা মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি অংশ। মুসাফাহা দ্বারা হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার দূর হয়। একে অন্যের প্রতি মহব্বত বাড়ে।
সর্বোপরি ছোট ছোট গুনাহ মাফ হয়ে যায়। মুসাফাহা করার গুরুত্ব-ফজিলত ও সঠিক নিয়ম-কানুন সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-
মুসাফাহার গুরুত্ব ও ফজিলত
ইসলামপূর্ব আরব সমাজে মুসাফাহার প্রচলন ছিল। ইসলামেও তা স্বীকৃত। মুসাফাহা দ্বারা হিংসা-প্রতিহিংসা দূর হয়। আতা ইবনে আবি মুসলিম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তোমরা পরস্পরে মুসাফাহা করো, তাহলে তোমাদের প্রতিহিংসা দূর হয়ে যাবে।' (মুয়াত্তা মালেক, হাদিস : ১৬১৭)
মুসাফাহার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়। বারা ইবনে আজেব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'দুই মুসলমান যখন পরস্পর সাক্ষাতে মুসাফাহা করে তখন তাদের পৃথক হওয়ার আগে গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৫২১৪; তিরমিজি, হাদিস : ২৭২৭)
সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আরো এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'কোনো মুসলমান যখন অন্য মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং মুসাফাহা করে, তখন উভয়ের গুনাহ ঝরে যায়।
যেভাবে প্রবল বাতাসে শুকনো গাছের পাতা ঝরে যায়। যদিও বা তাদের গুনাহ সাগরের ফেনা সমপরিমাণ হয়।' (তাবারানি কাবির, হাদিস : ৬১৫০)
মুসাফাহার সুন্নত পদ্ধতি
মুসাফাহা করার সুন্নত পদ্ধতি হলো উভয় হাত দিয়ে মুসাফাহা করা। যদিও ইদানীং কেউ কেউ এক হাতের পক্ষে কথা বলেন। ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন কাউকে বিদায় দিতেন তখন তার হাত ধরে মুসাফাহা করতেন। ওই ব্যক্তি হাত সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত নবীজি নিজের হাত সরিয়ে নিতেন না। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৪৪২)
আবু মামার (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাসূল সা. আমাকে তাশাহহুদ শিখিয়েছেন এমন অবস্থায় যে আমার হাত তাঁর উভয় হাতের মধ্যে ছিল। যেভাবে আমাকে তিনি কোরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন। (বুখারি, হাদিস : ৬২৬৫, মুসলিম, হাদিস : ৯২৮)
মুসাফাহা করার সময় আল্লাহর প্রশংসা এবং দরুদ পাঠের কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। আর মুসাফাহা করার সময় এই দোয়া পাঠ করা উত্তম–'ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৫২১৩)
মুসাফাহা করার সময় হাতে ঝাঁকি দেওয়া এবং হাত বুকের সঙ্গে মেলানো নিষ্প্রয়োজন।

সূরা ইখলাসের ফজিলত

আবরার নাঈম

আল-কুরআন। মানবজীবনের সংবিধান। হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। দোজাহানে সফলতার চাবিকাঠি। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ তায়ালা সুনিপুণভাবে তাঁর নিজ সত্তার পরিচয় তুলে ধরেছেন। যেমন- আয়াতুল কুরসি, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত। তেমনি সূরা ইখলাসেও তিনি তার একত্ববাদ, মহত্ত্ব ও বড়ত্বের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা নবীজী সা:-কে সম্বোধন করে বলেন- 'আপনি বলুন- ১. তিনিই আল্লাহ, একক/অদ্বিতীয়; ২. আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন; ৩. তার কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন; ৪. এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।
হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সূরা ইখলাস পাঠের বহু গুরুত্ব ও ফজিলত।
সূরা ইখলাস কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ : হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা: থেকে বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেন, নবী সা: তাঁর সাহাবিদের বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করা সাধ্যাতীত মনে করো?' এ প্রশ্ন তাদের জন্য কঠিন ছিল। এরপর তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল সা: আমাদের মধ্যে কার সাধ্য আছে যে এটি পারবে? তখন তিনি বললেন, 'কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ' অর্থাৎ সূরা ইখলাস কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ।' (বুখারি-৫০১৫) এ সম্পর্কে আরো একটি হাদিস।
হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল সা: বলেছেন, 'কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।' (তিরমিজি-২৮৯৯)
আল্লাহর ভালোবাসা লাভ : সহিহ বুখারির কিতাবুত তাওহিদে হজরত আয়শা রা: থেকে বর্ণিত আছে- আল্লাহর রাসূল সা: এক সাহাবির নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন। তারা ফিরে এসে নবীজী সা:-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা:! যাকে আপনি আমাদের নেতা মনোনীত করেছেন তিনি প্রতি সালাতে কিরাতের শেষে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। রাসূল সা: তাদেরকে বললেন, 'সে কেন এমন করত তা কি তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করেছ?' তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, এ সূরায় আল্লাহর গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে, এ কারণে এ সূরা পড়তে আমি খুব ভালোবাসি। এ কথা শুনে রাসূল সা: বললেন, 'তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন।' (ফাতহুল বারি-১৩/৩৬০)
সূরা ইখলাস পাঠে জান্নাত : আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সা:-এর সাথে আসছিলাম। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে 'কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ' পাঠ করতে শুনলেন। রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, 'ওয়াজিব (অবধারিত) হয়ে গেছে।' আমি প্রশ্ন করলাম, কী ওয়াজিব হয়ে গেছে? তিনি বললেন, 'জান্নাত'। (তিরমিজি-২৮৯৭)

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-
যেমন কঠোর পরিশ্রমী, একজন ভালো শ্রোতা এবং একজন কার্যকর যোগাযোগকারীর মতো শুধু শোনা কার্যকর হয় না। কিছু লোক প্রশিক্ষণের কারণে বিব্রত বোধ করেন, তারা এটিকে একটি নির্দিষ্ট দক্ষতা হারিয়ে ফেলেছে বলে মনে করে তা পছন্দ করতে চায় না। যা হোক, সাহসের প্রতীক হলো নিজেকে আরো ভালো করার জন্য একটি কঠিন অবস্থানে রাখা।
একজন বুদ্ধিমান প্রশিক্ষকের উচিত আপনাকে উৎসাহিত করা এবং নিজের বিকাশের জন্য চাপ দেয়া, তবে অন্যদের সামনে আপনাকে বিব্রত না করে এটি করতে হবে।
একটি নিরাপদ পরিবেশ
একজন স্মার্ট প্রশিক্ষক একটি নিরাপদ পরিবেশ প্রদান করবে যেখানে প্রশিক্ষণার্থীরা ভুল করতে পারে, বারবার চেষ্টা করতে পারে এবং ফলাফলের ভয় না করে নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জনে তাদের অভিজ্ঞতার অভাবের কথা সঙ্কোচ ছাড়া স্বীকার করতে পারে।
আল-আরকাম হাউজে প্রশিক্ষণার্থীরা এই পরিবেশটি পেয়েছিলেন, যেখানে মুহাম্মদ সা: ব্যক্তিগতভাবে কাউকে বেছে না নিয়ে শান্ত, বোধগম্য পর্যবেক্ষণের সাথে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। প্রার্থনা করার সঠিক উপায় নিয়ে শিক্ষাদানের মতো আচরণের উন্নতির দিকে তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন। নবী সা: একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করেছিলেন যেখানে প্রশিক্ষণার্থীদের ভুল করা বা উপহাসের শিকার হওয়ার ভয় ছিল না, যার ফলে সেখানে নিজেদের উন্নতির অবারিত সুযোগ ছিল মুসলমানদের জন্য।
আল-আরকাম হাউজের নিরাপদ পরিবেশের পরিবেশ যেকোনো প্রশিক্ষণ কোর্সে উপস্থিত থাকা উচিত। যা বারবার প্রচেষ্টা চালানোর অবকাশ দেয় এবং আপনি ইতোমধ্যে কতটা জানেন তার পরিবর্তে আপনার শক্তিকে কাজে লাগানোর ওপর ফোকাস করতে পারে।
আপনার পরিস্থিতি পরিবর্তন করুন
পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সময় পরিবর্তন এবং প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, আমরা একজন ব্যক্তির পরিবর্তনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি। একজন ব্যক্তিকে তার পরিবেশ পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হতে পারে, যেটি নবী মুহাম্মদ সা: যখন মক্কা ছেড়ে মদিনায় বসবাস করেছিলেন তখন করেন। আর অন্য কয়েকজন ধর্মান্তরিত মুসলিম ইথিওপিয়াতে বসতি স্থাপন করার সময় করেছিলেন।
কিভাবে আপনার পরিবেশ পরিবর্তন করতে হয় এবং যারা তাদের পরিবেশ পরিবর্তন করে ইথিওপিয়াতে বসবাস করেছেন তাদের অভিজ্ঞতা থেকে কিভাবে আপনি উপকৃত হবেন তা নিয়ে আলোচনা করার আগে, আমরা তাদের অভিজ্ঞতার একটু পটভূমি নিয়ে আলোচনা করি। কারণ এটি একটি আকর্ষণীয় গল্প, যা নিজের বা আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তন করার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের ব্যাপারে আপনার উপকারে আসতে পারে।
ইথিওপিয়া
ইথিওপিয়ায় ১০০ জনেরও বেশি মক্কাবাসী বসবাস করতেন। তাদের মধ্যে ২১ জন সেখানে বসবাস করতেন স্থায়ীভাবে, বাকিরা মদিনা যাওয়ার আগে সেখানে কয়েক বছর থেকে ছিলেন। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না যে তারা কিভাবে তাদের নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন, তবে আমরা জানি যে তারা কাছাকাছি একসাথে থাকতেন এবং তাদের সন্তান যারা সেখানে বড় হয়েছিলেন তাদের মধ্যে মূল্যবোধ বাঁচিয়ে রাখতে যত্নবান ছিলেন (এটি ইউরোপে বসবাস করা ৪.৪ কোটি মুসলমান এবং কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করা ৪০ লাখ মুসলিমের জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে)।**(ক্রমশ...)**

যে ৮ কারণে জুমার দিনের বিশেষ মর্যাদা

আপনজন ডেস্ক: ইসলামে জুমার দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। জুমার দিনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো–
১. জুমার দিনের বিশেষ মর্যাদা
আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনজির (রা.) থেকে বর্ণিত, হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. জুমার দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো–এক. আল্লাহ তাআলা এই দিনে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। দুই. আল্লাহ তাআলা এই দিনে আদম (আ.)-কে জমিনে অবতরণ করিয়েছেন।
তিন. এই দিনে আদম (আ.)-কে মৃত্যু দিয়েছেন। চার. এই দিনে এমন একটি সময় আছে, যখন বান্দা আল্লাহর কাছে যা কিছুই প্রার্থনা করবে তিনি তা দেবেন। যতক্ষণ সে হারাম কিছু প্রার্থনা করবে না। পাঁচ. এই দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবে।
' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৮৯৫)
২. জুমার নামাজ আদায়
সালমান ফারসি থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল, সাধ্যমতো পবিত্র হলো, তেল ব্যবহার করল, ঘর থেকে সুগন্ধি ব্যবহার করল, অতঃপর মসজিদে এলো, সেখানে দুজন মুসল্লির মধ্যে ফাঁক করে সামনে এগিয়ে যায় না, নির্দিষ্ট পরিমাণ নামাজ পড়ল, অতঃপর ইমাম কথা শুরু করলে চুপ থাকল; তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর দুই জুমার মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ করবেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৮৮৩)
অন্য হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা, এক রমজান থেকে পরবর্তী রমজান মধ্যবর্তী সময়ের পাপ মোচন করে; যদি সেই ব্যক্তি সব ধরনের কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে।' (মুসলিম, হাদিস : ২৩৩)
৩. জুমার দিন গোসল করা
জুমার দিন গোসল করা ও আগে আগে মসজিদে যাওয়া অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আউস বিন আউস সাকাফি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন ভালো করে গোসল করল, দ্রুততর সময়ে মসজিদে গেল ও (ইমামের) কাছাকাছি বসে মনোযোগসহ (খুতবা) শুনল, তাঁর জন্য প্রতি কদমের বদলে এক বছরের রোজা ও নামাজের সওয়াব থাকবে।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৪৫)
৪. মসজিদে প্রথমে প্রবেশ করা
জুমার দিন মসজিদে আগে প্রবেশ করা ও মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনার বিশেষ গুরুত্ব আছে।
রাসূল সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল, অতঃপর প্রথমে মসজিদে গেল সে যেন একটি উট কোরবানি করল। যে এরপর মসজিদে গেল, সে যেন একটি গরু কোরবানি করল। আর যে এরপর ঢুকল, সে যেন ছাগল কোরবানি করল, এরপর যে ঢুকল সে যেন মুরগি কোরবানি করল, আর যে এরপর ঢুকল সে ডিম সদকা করল। অতঃপর ইমাম খুতবার জন্য এলে ফেরেশতারা আলোচনা শোনা শুরু করে।
' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৮৪১)
৫. জুমার দিন দোয়া কবুল হয়
জুমার দিন একটি সময় আছে, যখন মানুষ আল্লাহর কাছে কোনো দোয়া করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, 'জুমার দিন কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে ভালো কিছুর দোয়া করলে আল্লাহ তাকে তা দেন। তোমরা সময়টি আছরের পর অনুসন্ধান কোরো।' (আবু দাউদ, হাদিস নম্বর : ১০৪৮)
জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, 'জুমার দিনের বারো ঘণ্টার মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যদি কোনো মুসলিম এ সময় আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তাহলে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে দান করেন। এই মুহূর্তটি তোমরা আছরের শেষ সময়ে অনুসন্ধান কোরো। (আবু দাউদ, হাদিস : ১০৪৮)
৬. সুরা কাহাফ পাঠ
জুমার অন্যতম আমল সুরা কাহাফ পাঠ করা। আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন সুরা কাহাফ পড়বে তা দুই জুমার মধ্যবর্তী সময়ে তার জন্য আলোকিত হয়ে থাকবে। আর যে ব্যক্তি এই সুরার শেষ ১০ আয়াত পাঠ করবে অতঃপর দাজ্জাল বের হলে তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যে ব্যক্তি অজুর পর এই দোয়া পড়বে তার নাম একটি চিঠিতে লেখা হবে। অতঃপর তাতে সিল দেওয়া হবে, যা কেয়ামত পর্যন্ত আর ভাঙা হবে না।' (সহিহ তারগিব, হাদিস : ১৪৭৩, আল মুসতাদরাক : ২/৩৯৯)
৭. গুনাহ মাফ হয়
সালমান ফারসি থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল, সাধ্যমতো পবিত্র হলো, তেল ব্যবহার করল, ঘর থেকে সুগন্ধি ব্যবহার করল, অতঃপর মসজিদে এলো, সেখানে দুজন মুসল্লির মধ্যে ফাঁক করে সামনে এগিয়ে যায় না, নির্দিষ্ট পরিমাণ নামাজ পড়ল, অতঃপর ইমাম কথা শুরু করলে চুপ থাকল; তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর দুই জুমার মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ করেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৮৮৩)
৮. দরুদ পাঠ
জুমার দিন নবীজি সা.-এর ওপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা কর্তব্য। আউস বিন আবি আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, 'তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে জুমার দিন সর্বোত্তম। এই দিনে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এই দিনে শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং এই দিনে সবাইকে বেহুঁশ করা হবে। অতএব তোমরা এই দিনে আমার ওপর বেশি পরিমাণ দরুদ পড়ো। কারণ জুমার দিনে তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়।' সাহাবারা বললেন, আমাদের দরুদ আপনার কাছে কিভাবে পেশ করা হবে, অথচ আপনার দেহ একসময় নিঃশেষ হয়ে যাবে? তিনি বলেন, 'আল্লাহ জমিনের জন্য আমার দেহের ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন।' (আবু দাউদ, হাদিস : ১০৪৭)

কাবুলে পবিত্র মসজিদুল আকসার আদলে মসজিদ উদ্বোধন

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র মসজিদুল আকসার কুব্বাতুস সাখরা বা ডোম অব দ্য রকের আকৃতিতে আফগানিস্তানে একটি মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। গত শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) রাজধানী কাবুলের ওয়াজির আকবর খান পাহাড়ে অবস্থিত মসজিদটি উদ্বোধন করা হয়। কাবুলে পবিত্র মসজিদুল আকসার ডোম অব দ্য রকের আকৃতিতে মসজিদ উদ্বোধন
কাবুলে পবিত্র মসজিদুল আকসার ডোম অব দ্য রকের আকৃতিতে মসজিদ উদ্বোধনে অংশ নেন আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিরা। ছবি : সংগৃহীত
জানা যায়, তুরস্কভিত্তিক ইসলামী দাতব্য সংস্থা আইডিডিইফের অর্থায়নে ও আফগান সরকারের তত্ত্বাবধানে তা নির্মিত হয়। তালেবানের প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর ও তুরস্কের জনপ্রিয় আধ্যাত্মিক নেতা শেখ মাহমুদ আফেন্দির নামে মসজিদটির নাম দেওয়া হয়। এক লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার ব্যয়ে ২৭০ বর্গমিটার আয়তনের এ মসজিদে একসঙ্গে ৩৫০ জন নামাজ পড়তে পারবেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন আফগান সরকারের ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিরাজুদ্দিন হক্কানি।
তিনি বলেন, 'জেরুজালেমের ডোম অব দ্য রকের প্রতিরূপ হিসেবে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। ফিলিস্তিন ও পবিত্র আল-আকসার প্রতি মুসলিমদের, বিশেষত আফগানদের সীমাহীন ভালোবাসা প্রদর্শন করাই এর প্রধান লক্ষ্য।' এ সময় তিনি ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের হত্যাযজ্ঞ ও নিপীড়নের নিন্দা জানান এবং আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের কড়া সমালোচনা করেন।
আইডিডিইএফের পরিচালক মেহমেদ তুরান বলেন, 'মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারাম, মদিনার পবিত্র মসজিদ-ই-নববী এবং পবিত্র আল-আকসা মসজিদ মুসলিমদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র আল-আকসার প্রতিকৃতিতে এই মসজিদটি এমন সময়ে উদ্বোধন করা হয়েছে, যখন ফিলিস্তিনিরা একটি কঠিন সময় পার করছে এবং নিজেদের ভূমি পুনরুদ্ধারে অকাতরে প্রাণ হারাচ্ছে। মসজিদটির উদ্বোধন পবিত্র আল-আকসার মুক্তির পথ দেখাবে বলে আমরা আশা করি।

আর্জেন্টিনাকে হারানো সেই দাওসারি এশিয়া বর্ষসেরা ফুটবলার

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই সৌদি আরবের কাছে আর্জেন্টিনার সেই হার কি ভোলা যায়! আর্জেন্টিনা এরপর চ্যাম্পিয়ন হলে সৌদির সেই জয় বরং ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ২-১ গোলে জেতা সে ম্যাচে জয়সূচক গোল করা সালেম আল দাওসারিকে মনে আছে তো! এবারের এশিয়ার বর্ষসেরা ফুটবলার হয়েছেন সেই দাওয়াসারিই।
মঙ্গলবার কাতারের দোহায় এএফসি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারের তুলে দেওয়া হয়েছে সৌদি আরবের এই ফরোয়ার্ডের হাতেই। দাওসারি খেলেন আল হিলালের হয়ে। বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে হারানোর সেই কীর্তিই নয় শুধু, গত বছর ক্লাব পর্যায়েও ভীষণ সফল তিনি। আল হিলালের ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ এবং এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে ওঠায় তাঁর বড় ভূমিকা। ২০২২-এ সৌদি প্রো লিগ এবং কিংস কাপও জিতেছে তাঁর দল।
মেয়েদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার সামান্থা কের জিতেছেন এএফসি বর্ষসেরার এই পুরস্কার।

রোনাল্ডোর সঙ্গে দ্বৈরথ নিয়ে যা বললেন মেসি

আপনজন ডেস্ক: এক দশকের বেশি সময় ফুটবল বিশ্ব দেখেছে লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর যুগপৎ শাসন। দুই মহাতারকা মিলে ভাগ করে নিয়েছেন ১৩টি ব্যালন ডি'অর। এরমধ্যে ৮টি মেসির, ৫টি রোনাল্ডোর। অষ্টম ব্যালন ডি'অর জয়ের পর রোনাল্ডোর সঙ্গে এক যুগ ধরে চলা দ্বৈরথ নিয়ে কথা বলেন মেসি।
৩০শে অক্টোবর ২০২৩ বর্ষসেরার পুরস্কার স্বরূপ অষ্টম ব্যালন ডি'অর জেতেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি। এরপর সাংবাদিক রোনাল্ডোর সঙ্গে দ্বৈরথ নিয়ে প্রশ্ন করেন, 'এখন আপনার ৮টি ব্যালন ডিঅর। রোনাল্ডোর থেকে তিনটি বেশি। এতে কি আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়ে গেলো?'
ক্রিস্টিয়ানোর সঙ্গে নিজের দ্বৈরথকে মহাকাব্যিক উল্লেখ করে মেসি বলেন, 'দুজনের মধ্যে মহাকাব্যিক একটি দ্বৈরথ ছিল। খেলোয়াড় হিসেবে অসাধারণ রোনাল্ডো। আমি মনে করি, আমরা দুজন একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি, কেননা আমরা দুজনই প্রতিযোগী মানসিকতার ছিলাম। সবাইকে ছাড়িয়ে সবকিছু জিততে চাইতো রোনাল্ডো।'
২০০৪ সালে বার্সেলোনার জার্সিতে সিনিয়র ক্যারিয়ার শুরু করেন লিওনেল মেসি।
২০০৩ সালে স্পোর্টিং লিসবন থেকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে আসা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ২০০৯ সালে যোগ দেন রিয়াল মাদ্রিদে। স্প্যানিশ লা লিগার ক্লাবটিতে ছিলেন ২০১৯ সাল পর্যন্ত। এই দশ বছরে বহুবার এল ক্লাসিকোর ম্যাচে দেখা হয়েছে রোনাল্ডো ও মেসির। রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনার লড়াইয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতাও জমে ওঠে দুজনের। বছরের শুরুতে ইউরোপিয়ান ফুটবল ছেড়ে সৌদি প্রো লীগে যোগ দেন ক্রিস্টিয়ানো। আর গত জুলাইয়ে নতুন গন্তব্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লীগ সকারকে (এমএলএস) বেছে নেন মেসি। এতে দুই মহাতারকার ইউরোপিয়ান ফুটবলের লড়াইয়ের ইতি ঘটে। মেসি বলেন, 'আমি মনে করি, আমাদের জন্য অনন্য সুন্দর একটি সময় ছিল এটি। তাদের জন্যও দুর্দান্ত ছিল, যারা ফুটবলটাকে ভালোবাসেন।'
মেসি বলেন, 'আজ পর্যন্ত আমরা যা করেছি, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সেরার তকমা পাওয়া সহজ, কিন্তু এটা ধরে রাখাই কঠিন। আমরা শীর্ষে থেকেছি দশ কিংবা পনেরো বছর। আমি সঠিক জানি না কত বছর। আর এটা অনেক কঠিন ছিল। আমরা যেভাবে খেলেছি, সেটা সত্যিই কঠিন। আমি মনে করি, যারা ফুটবল উপভোগ করেন তাদের জন্য আমাদের দ্বৈরথ দুর্দান্ত স্মৃতি হয়ে থাকবে।'

ব্রোঞ্জের তৈরি ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়েছে স্টেডিয়ামের 'শচীন টেন্ডুলকার স্ট্যান্ড'-এর পাশেই। লফটেড ড্রাইভে ছয় মারছেন টেন্ডুলকার এমন একটা ভঙ্গিতে তৈরি করা হয়েছে ভাস্কর্যটি। টেন্ডুলকারের অসংখ্য শটের মধ্যে থেকে এটিই বেছে নিয়েছেন ভাস্কর প্রমোদ কাম্বলি। ভাস্কর্য উন্মোচনে সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন টেন্ডুলকার।

এবার নিউজিল্যান্ডকে সহজে উড়িয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা

আপনজন ডেস্ক: আগের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার ৩৮৮ রানকেও হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। পুনেতে গতকাল কুইন্টন ডি কক আর রেসি ফন ডার ডুসেনের জোড়া শতকে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩৫৭ রান তোলার পরও তাই মনে হচ্ছিল, নিউজিল্যান্ডকে আটকাতে এই রান যথেষ্ট তো? কিন্তু মার্কো ইয়ানসেনের গতি আর কেশব মহারাজের ঘূর্ণিতে সেটি হয়েছে যথেষ্টর চেয়েও অনেক বেশি। ৩৫.৩ ওভারে ১৬৭ রানে নিউজিল্যান্ডকে অলআউট করে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ জিতেছে ১৯০ রানে। বিশ্বকাপে রানের হিসাবে নিউজিল্যান্ডের এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হার। ম্যাচ শেষে তাই উল্টো প্রশ্নের মুখে পড়ে গেছে নিউজিল্যান্ডের টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্তটাই। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ব্যাটিং লাইনআপকে আগে ব্যাট করার সুযোগ দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল, ইংল্যান্ডের মতো নিউজিল্যান্ডকেও এখন তাড়া করে ফিরতে পারে এ প্রশ্ন। প্রথম চার ম্যাচ জেতার পর কিউইরা হারল টানা তৃতীয় ম্যাচ। এ হার নেট রানরেটেও বড় ধাক্কা দিয়েছে তাদের। অন্যদিকে নেদারল্যান্ডসের কাছে হেরে হোঁচট খেলেও ৭ ম্যাচে ৬ জয় এবং বেশ স্বাস্থ্যকর নেট রানরেট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে চলে এসেছে প্রোটিয়ারা, সেমিফাইনালের পথেও এগিয়ে গেছে অনেকটাই।
অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের হার পাকিস্তান, আফগানিস্তান আর শ্রীলঙ্কার সম্ভাবনা কিছুটা হলেও বাড়িয়েছে। রান তাড়ায় নিউজিল্যান্ডের ইনিংস গতি পায়নি মোটেও। প্রথম ম্যাচে বড় ইনিংস খেলার পর থেকেই নিষ্প্রভ ডেভন কনওয়ে জ্বলে উঠতে পারেননি এ ম্যাচেও, এবার ইনিংসের তৃতীয় ওভারে থেমেছেন ২ রানেই। রাচিন রবীন্দ্র ও উইল ইয়াংয়ের দ্বিতীয় উইকেট জুটি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে অর্থে সফল হয়নি। তবু তাঁদের ৩৬ বলে ৩৭ রানের জুটিই নিউজিল্যান্ড ইনিংসে সর্বোচ্চ। শেষ দিকে গ্লেন ফিলিপসের ৫০ বলে ৬০ রানের ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে একটু অপেক্ষায় রাখতে পেরেছে নিউজিল্যান্ড, কিন্তু সেটিও বেশি সময়ের জন্য নয়। মহারাজ নেন ৪ উইকেট, ইয়ানসেন ৩টি। বোলিংয়ে ইনিংসের শুরুটা ছিল নিউজিল্যান্ডের পক্ষেই। ট্রেন্ট বোল্ট ও ম্যাট হেনরির বিপক্ষে নতুন বলে বেশ সতর্ক ছিলেন ডি কক, প্রথম ৩৯ বলে করেন মাত্র ২২ রান। টেম্বা বাভুমা অবশ্য চাপ কমান ডি ককের ওপর থেকে, যদিও ২৮ বলে ২৪ রান করে বোল্টের শিকার দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক। প্রথম ১০ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা তোলে ৪৩ রান। কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটের দেখা পেতে নিউজিল্যান্ডকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৪০তম ওভারের শেষ বল পর্যন্ত। ততক্ষণে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণই হাতছাড়া হয়ে যায় গতবারের রানার্সআপদের। ডি কক ও ফন ডার ডুসেন, দুজনই পেয়েছেন ভাগ্যের সহায়তা। ক্যাচ যেমন পড়েছে, তেমনি নিউজিল্যান্ড হাতছাড়া করেছে রানআউটের সুযোগও।
ডুসেন ইতিবাচক ছিলেন শুরু থেকেই। বল একটু পুরোনো হয়ে আসার পর চড়াও হন ডি ককও। ৬২ বলে পূর্ণ করেন অর্ধশতক, জেমস নিশামকে ছক্কা মেরে শতক পূর্ণ করেন মাত্র ১০৩ বলে। শেষ পর্যন্ত ১১৬ বলে ১১৪ রানের ইনিংসে মেরেছেন ১০টি চারের সঙ্গে ৩টি ছক্কা। এবারের বিশ্বকাপে এটি তাঁর চতুর্থ শতক, এক আসরে চারটি সেঞ্চুরি করা তৃতীয় ব্যাটসম্যান হলেন তিনি কুমার সাঙ্গাকারা ও রোহিত শর্মার পর। ৪০তম ওভারের শেষ বলে টিম সাউদির বলে ক্যাচ তুলে ডি কক থামলে ভাঙে ফন ডার ডুসেনের সঙ্গে ২০০ রানের জুটি। চারে উঠে আসা ডেভিড মিলারের সঙ্গে ফন ডার ডুসেনের জুটিতে ৪৩ বলেই ওঠে ৭৮ রান। ১০১ বলে শতক পাওয়া ফন ডার ডুসেন থামেন ১১৮ বলে ১৩৩ রান করে সাউদির বলে বোল্ড হয়ে। এরপর মিলার, হাইনরিখ ক্লাসেন ও এইডেন মার্করাম শেষ ১৭ বলে তোলেন ৪১ রান, শেষ ১০ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা ১১৯ রান। এ নিয়ে টানা অষ্টম ম্যাচে আগে ব্যাটিং করে ৩০০ বা এর বেশি রান তুলল তারা, ওয়ানডেতে যেটি প্রথম ঘটনা। ১৯০ রানের বিশাল হারের হতাশার সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের চোটের তালিকাও আরেকটু দীর্ঘ হয়েছে এদিন। ৫.৩ ওভার পরই ম্যাট হেনরি হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট পেয়ে উঠে যান, তাঁর বদলে বোলিং করা জেমস নিশাম ৫.৩ ওভারে দেন ৬৯ রান। পরে নিশামও চোট পান কবজিতে। দুজনই ব্যাটিং করেছেন, তবে ৪ নভেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে পরের ম্যাচের আগে এখন দলের পাঁচজন খেলোয়াড়ই পুরোপুরি ফিট নন! পরের ম্যাচে একাদশ কী হবে, এখন হয়তো সে শঙ্কাতেও পড়ে গেছে নিউজিল্যান্ড।

মাঠের বাইরের সমস্যার কারণে বাংলাদেশের ভরাডুবি, বললেন ইরফান পাঠান

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপটা বাংলাদেশের জন্য ভুলে যাওয়ার মতোই। আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে দারুণ জয়ের পর বাকি ৬ ম্যাচে টানা হার। প্রতিটি ম্যাচেই বাজে পারফরম্যান্স। সাকিব আল হাসানের দল হেরেছে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষেও। ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে সব ম্যাচ হেরেছিল বাংলাদেশ। কুড়ি বছর পর এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের পারফরম্যান্স ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতাই। সবার মনেই প্রশ্ন, এত বাজে পারফরম্যান্স কেন বাংলাদেশের। ভারতের সাবেক পেসার ইরফান পাঠান মনে করেন, মাঠের বাইরের বিভিন্ন সমস্যার কারণেই বাংলাদেশের এমন পারফরম্যান্স। গতকাল কলকাতার ইডেন গার্ডেনে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৭ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। প্রথমে ব্যাটিং করে ২০৪ রানের গুটিয়ে যাওয়া বাংলাদেশকে পাকিস্তান হারিয়েছে ১৭.৩ ওভার হাতে রেখেই।
বাংলাদেশই প্রথম দল যাদের আনুষ্ঠানিক 'বিদায়' হয়ে গেছে। তার মানে কোনোভাবেই আর বাংলাদেশের সেমিফাইনাল খেলার সুযোগ নেই। দুই ম্যাচ হাতে রেখে বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে কোয়ালিফাই করা।
স্টার স্পোর্টসে নিজের বিশ্লেষণে ইরফান বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলারও তেমন আশা দেখছেন না। তিনি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পারফরম্যান্সে হতাশাই প্রকাশ করেছেন, 'আমি এটাকে বাংলাদেশের ক্রিকেটের বড় পতন হিসেবেই দেখছি। বাংলাদেশ দলে এমন নয় যে বিদেশের লিগে খেলা খেলোয়াড় নেই। মোস্তাফিজুর রহমান আছে, তাসকিন আহমেদও বিদেশের লিগে খেলেছে। মাহমুদউল্লাহ বহু বছর ধরে ক্রিকেট খেলছে। বাংলাদেশ দলে বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান আছে।'
ইরফান মনে করেন সামর্থ্যের অভাবের চেয়েও নিজেদের সামর্থ্যকে পারফরম্যান্সে পরিণত করতে না পারার ব্যর্থতাই বাংলাদেশকে ডোবাচ্ছে। সেই সঙ্গে মাঠের বাইরের ব্যাপারগুলো এখানে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, 'বাংলাদেশের ভালো ক্রিকেটার আছে। কিন্তু দল হিসেবে সেই ক্রিকেটাররা একসঙ্গে পারফরম করতে পারছে না। এর মানে সামর্থ্যের অভাব বাংলাদেশ দলের সমস্যা নয়। এই দলের আরও অন্য সমস্যা আছে। বাংলাদেশের ক্রিকেটকে এখন মাঠ ও মাঠের বাইরে–দুই দিকের সমস্যা সমাধানেই মনোযোগী হতে হবে।'
বাংলাদেশের ক্রিকেটের এই পতনের কারণ নিজেদের ভুলই, ইরফান মনে করেন এটিই, 'আমি সব সময়ই বলি, বাংলাদেশের ক্রিকেট সংশ্লিষ্টদের ভুল ও বাজে সিদ্ধান্তের কারণেই বাংলাদেশের ক্রিকেট ডুবছে। আমরা তাদের মাঠের বাইরের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানি। বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলে তামিম ইকবাল নেই কেন! এই দলে অবশ্যই তামিমের থাকা উচিত ছিল।'
বিশ্বকাপের আগে তামিম-সমস্যায় বিপর্যস্ত ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেট। গত জুলাই মাসে বিভিন্ন কারণে ক্রিকেটই ছেড়ে দিয়েছিলেন তামিম। পরে প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে আবারও ক্রিকেটে ফেরেন তিনি। যদিও বিশ্বকাপের আগ দিয়ে তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। ইরফান পাঠানের কাছে পুরো বিষয়টাই বিস্ময়, 'এক বছর আগেও তামিম নিয়মিত রান করেছে। কিন্তু সেই তামিমই বিশ্বকাপ দলে নেই। সে কেন নেই! আমরা যত দূর জানি, তার নিজের জায়গায় ব্যাটিং করতে না দেওয়ার কারণেই এমনটা হয়েছে। আমি তো মনে করি, তামিমের সঙ্গে আচরণটাই ঠিক করেনি বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট। এ কারণেই বাংলাদেশ দলে নানা নেতিবাচক ব্যাপার সামনে চলে এসেছে।'
ইরফান মনে করেন বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্যই এই দলের সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলা উচিত, 'বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা ক্রিকেটপাগল। বাংলাদেশ দলের কাছ থেকে ভালো পারফরম্যান্স বাংলাদেশি ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রাপ্য।'

ভারতের যে 'দুর্বলতা' খুঁজে পেয়েছেন আকরাম-মিসবাহ

আপনজন ডেস্ক: ঘরের মাঠের বিশ্বকাপে শিরোপা জয়ই লক্ষ্য ভারতের। সেই লক্ষ্যে তারা দুর্দম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। টানা ৬ ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে পা দিয়ে রেখেছে রোহিত শর্মার দল। প্রথম ৫ ম্যাচ জিতেছে তারা রান তাড়া করে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচটি ভারত জিতেছে আগে ব্যাটিং করে। তা-ও আবার স্কোরবোর্ডে মাত্র ২২৯ রান তুলে। এ থেকে বোঝাই যায়, ভারতের ব্যাটসম্যানদের মতো বোলাররাও আছেন দারুণ ছন্দে। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, এই ভারত দলে কোনো দুর্বলতাই নেই। কিন্তু পাকিস্তানের দুই সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরাম ও মিসবাহ-উল-হক বলছেন অন্য কথা। দুর্দম্য ভারত দলের একটি দুর্বলতা খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা দুজন।
কী সেই দুর্বলতা? রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুলরা দারুণ ছন্দে থাকলেও এখনো জ্বলে উঠতে পারেননি শ্রেয়াস আইয়ার। এটাকেই ভারত দলের একমাত্র দুর্বলতা মনে করেন আকরাম-মিসবাহ।
এই বিশ্বকাপে ভারতের খেলা ৬টি ম্যাচেই ব্যাট করেছেন আইয়ার। চার নম্বরে ব্যাটিং করে ৩৩.৫ গড়ে করেছেন ১৩৪ রান। ৬ ম্যাচে তাঁর ছিল এ রকম–০, ২৫, ৫৩, ১৯, ৩৩ ও ৪।
আইয়ারের ছন্দহীনতা, হার্দিক পান্ডিয়ার চোট আর লোকেশ রাহুলের দারুণ ছন্দে থাকার বিষয় টেনে এনে মিসবাহ পাকিস্তানের টেলিভিশন 'এ স্পোর্টস'-এর অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'ফিট হয়ে উঠলে হার্দিক ফিরবে। প্রথম দিন থেকেই আমার মনে হয়েছে লোকেশ রাহুলের ৫ নম্বরে ব্যাট করতে নামাটা তার জন্য একটু দেরিতেই ক্রিজে আসা হয়ে যাচ্ছে। তার ৪ নম্বরে ব্যাট করা উচিত। হার্দিক ফিরলে সূর্যকুমার যাদব ৬ নম্বরে ও জাদেজা ৭ নম্বরে ব্যাট করবে। তাহলে তার (আইয়ার) একাদশে থাকাটা কঠিনই হবে।'
মিসবাহ এরপর যোগ করেন, 'সে (আইয়ার) রান করেছে। সে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শতক করেছে, যেটাকে অনেক উঁচুভাবেই দেখা হয়। কিন্তু সব মিলিয়ে ফাস্ট বোলিংয়ের বিপক্ষে তার গড় ১৯ থেকে ২০-এর মধ্যে। শর্ট বলে তো তাকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। আপনার দুর্বলতা যখন প্রকাশ পেয়ে যাবে, সব দলই সুবিধাটা কাজে লাগাবে।'
ওয়াসিম আকরাম বলেছেন, 'তাকে পারফর্ম করতে হবে। কারণ, ঈশান কিষান বসে আছে এবং সে বাঁহাতি। এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে তার খেলাটা মনে করুন। সে আর হার্দিক পান্ডিয়া একটা জুটি গড়েছে। সে মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে পারে।'

শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যান দিমুথ করুনারত্নের উইকেট নেওয়ার পর আফগানিস্তানের খেলোয়াড়দের উল্লাস

বিশ্বকাপ শেষেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়বেন উইলি

আপনজন ডেস্ক: ১১ নভেম্বর ইডেন গার্ডেনে পাকিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে জস বাটলারের দল। এই ম্যাচের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন ৩৩ বছর বয়সী ইংল্যান্ডের বোলিং অলরাউন্ডার ডেভিড উইলি। ২০২৩-২৪ চক্রে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) কেন্দ্রীয় চুক্তিতে নেই উইলি। তাঁকে এই চুক্তিতে রাখেনি ইসিবি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়ার সময়টা জানিয়েছেন উইলি, 'কখনো এই দিনটির দেখা পেতে চাইনি। সেই শৈশব থেকে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু অনেক সতর্কতার সঙ্গে চিন্তাভাবনা করে অনুশোচনার সঙ্গে বুঝলাম, আমার জন্য সেই সময়টা চলে এসেছে। বিশ্বকাপ শেষেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেব।' উইলি আরও বলেছেন, 'খুব গর্ব নিয়ে আমি (ইংল্যান্ডের) জার্সিটি পরেছি এবং নিজের সবটুকু নিংড়ে দিয়েছি। সাদা বলের সংস্করণে দারুণ একটি দলের অংশ হতে পারায় নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি, যেখানে বিশ্বের সেরা কিছু খেলোয়াড় আছেন। কঠিন সময়ের পাশাপাশি বিশেষ কিছু স্মৃতি এবং বন্ধুও জুটেছে এ সময়ে। আমার স্ত্রী-সন্তান, বাবা ও মাকে বলছি, তোমরা ত্যাগ স্বীকার না করলে, সমর্থন না দিলে আমি নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারতাম না। বিশেষ কিছু স্মৃতির জন্য ধন্যবাদ...

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**